প্রকাশ : ১৩৬৬ 'বহুরূপী' শারদীয়।

প্যাপিরাস-এর পক্ষে অরিজিৎ কুমার -প্রকাশিত
জে. জি. প্রিণ্টার্স-এর পক্ষে শুভঙ্কর বসু,
১৮৯ অরবিন্দ সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬ -মুদ্রিত

ক ন্যা দা ন

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[সকাল দশটা। মধ্যবিত্ত পাড়ার একটা পুরোনো ধরনের বাড়ি। খুব বড় নয়, কিন্তু গোছানো বসবার ঘর। দেওয়ালের ওপর মহাত্মাজী, আচার্য নরেন্দ্র দেব, ইয়ুসুফ মেহের আলী, সানে গুরুজীর ছবি টাঙানো রয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের সুন্দর সুন্দর চোখে পড়বার মতো জিনিস দিয়ে ঘরটা সাজানো। ঘরটা sober কিন্তু dignified। নাথ দেওলালকর (বয়স ষাটের কাছকাছি, কিন্তু দেখতে বেশ সুঠাম) টেলিফোনে কথা বলছেন।

জ্যোতি (বয়স কুড়ির কাছাকাছি) এবং জয়প্রকাশ (বয়স বছর তেইশ) নাথের কন্যা ও পুত্র। জ্যোতি বাবার secretarial কাজ করছে। জয়প্রকাশ একটা মেশিন খুলে সারাচ্ছে।]

নাথ। (টেলিফোনে চেঁচিয়ে কথা বলছেন) হ্যালো, আসনগ্রামের বাস কটায় ছাড়ে ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসনগ্রামের বাস – পুণে-আসনগ্রাম – কী বলছেন ? এমন কোনো বাস নেই ? তা কী করে হয় ? আছে, এমন একটা বাস আছে, আমি জানি, একবার গেছিও সেই বাসে।… হ্যালো, আমি নাথ দেওলালকর বলছি - আমি বিধানসভার সদস্য – নমস্কার পরে করবেন, আগে বাসের সময়টা বলুন – কটায় ছাড়ে ? (বিরক্তির সঙ্গে ফোন নামিয়ে রাখেন) Line cut ! একে পাচ্ছিলাম না, তাতে কিছু শোনা যাচ্ছিল না, আবার তার ওপর ওদের বাসের খবর ওরাই জানে না। তার ওপর Line cut। আজব ব্যাপার। বলছে এমন কোন বাসই নাকি নেই ! হুঁ, এ আবার কণ্ট্রোলার।

জ্যোতি। কিন্তু তুমিও বার বার ফোন করে জিজ্ঞাসা করো কেন ? তোমার তো বেশ জানাই আছে যে কেউই ঠিক কথা বলে না। তোমার যেমন খুশি তখনই তুমি যাও অথচ কোনদিনও বাস miss করে না।

নাথ। তা ঠিক, কিন্তু ওদের বাসের খবর ওরাই জানবে না ?

জ্যোতি। আর তুমি ফোন করলেই জেনে যাবে বুঝি ?

নাথ। প্রশ্নটা তা নয়, terminus থেকে যে-সব বাস ছাড়ে সে-সব বাসের কথাই কণ্ট্রোলারের জানা উচিত। এই জানাটাই তো ওদের কাজ।

জ্যোতি। ভাই, তুমি কি ভাবো যে সকলকে কর্তব্য শেখানোটাই তোমার কাজ ?

নাথ। হ্যাঁ, জয়প্রকাশ তো আমাকে একটা নামও দিয়েছে – 'বিশ্ব রিপেয়ার' করার লোক। কিন্তু তোমরা ছেলেমানুষ, বুঝবেনা। স্বাধীনতার আগে আমরা কল্পনার জগতে এই দেশটাকে কেমন দেখেছিলাম

আর আজ কী দেখছি – disgusting ! কষ্ট হয়। (জ্যোতিকে) আচ্ছা, আমার লেবুজলের ফ্লাস্ক্‌টা ধোয়া হয়েছে ? গতবারে দাড়ি কামানোর ব্রাশ্‌টাই ভুলে গিয়েছিলাম। তাছাড়া তোয়ালেটাও মনে করে নিতে হবে। যেখানে যাই সেখানে এমন দরকারি জিনিসপত্র চাওয়া ভালো দেখায় না। (জয়প্রকাশ নিজে বিড়বিড় করতে থাকে)

নাথ। কী বলছো ? (জয়প্রকাশকে)

[জয়প্রকাশ উত্তর না দিয়ে একবার বাবার দিকে তাকিয়ে পুনরায় কাজে মন দেয়]

নাথ। কিছু-না-কিছু ভুলেই যাই। এ ব্যাপারে কিন্তু বিনোবাজীর উদাহরণ শেখার মতো –

জয়প্রকাশ। (কাজ করতে করতে) প্রচুর দেরি হয়ে গেছে।

[নাথ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখ ফেরান]

জয়প্রকাশ। না, মানে তিনি ব্রহ্মচারী ছিলেন কিনা তাই বলছিলাম। (পুনরায় repairing-এর কাজে মন দেন)

নাথ। এর সঙ্গে ব্রহ্মচর্যের কোন যোগ নেই প্রকাশ। এটা শুধু mental training-এর প্রশ্ন। মনের একটা নিয়মশৃঙ্খলা দরকার – আমি সেটা কোনদিনই পারিনি। আচার্য জাওড়েকর বলতেন যে নাথ বেশ বুদ্ধিমান কিন্তু অত্যন্ত অগোছালো। –

[জয়প্রকাশ কাজ করতে করতে একরকম শব্দ করে]

নাথ। ঠোঁট চেপে হাসছ কেন ? হাসতে হলে হাসোনা, প্রাণ খুলে হাসো।

জয়প্রকাশ। হাসিনি, একটা পেরেক তুলছিলাম – কিছুতেই উঠছে না।

নাথ। আচ্ছা, শহর থেকে সেবার কবে ফেরার কথা ?

জ্যোতি। মা বলছিলো -- শিবির যদি দুপুর পর্যন্ত শেষ হয় তাহলে কাল রাত্তিরে বা আজ সকালেই ফিরবে।

নাথ। আমাকে সাড়ে বারোটায় বেরোতেই হবে।

জ্যোতি। তার মানে আজ তোমাদের দুজনের দেখা হবে ?

নাথ। গত পনেরো দিন ধরে এই-ই চলছে। সে যখন বোম্বাইতে মহিলা শিবিরে, তখন আমি বক্তৃতা দেবার জন্য পুণেয়। ও যখন পুণেয় তখন সাম্যবাদী সম্মিলনের জন্য আমি ঔরঙ্গাবাদে।

জয়প্রকাশ। আমরা তো রয়েছি। তোমাদের পরস্পরের খবর পৌছে দেওয়ার জন্য—

নাথ। ব্যাপারটা তা নয়। সংসার মানে তো শুধু একে অপরকে খবর পাঠানো নয়। সকলে মিলে একসঙ্গে থাকতে হবে না ? না, না,

বড্ড বেশী ছুটোছুটি হয়ে যাচ্ছে। একবার এটাও ভাবা দরকার।

জ্যোতি। তাতে প্রথমত দুজনকেই ছুটোছুটিটা একটু কমাতে হবে।

নাথ। ঠিক বলেছো। আচ্ছা দেখো তো, আমি আমার ঐ চুরনের শিশিটা নিয়েছি কিনা। না-হলে সেটা—

জ্যোতি। আমি রেখেছি ব্যাগের মধ্যে।

নাথ। **Thank you, thank you !** পেটটাই যদি পরিষ্কার না থাকে তাহলে আর সমাজ পরিবর্তন কিসে! একেকবার মনে হয় কিছু না-করাটাই ভালো।

[জয়প্রকাশ উঠে ভিতরে চলে যায়]

জ্যোতি। (সঙ্কোচে) ভাই, তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে…

নাথ। কথা আছে ? বলোই না। কে আটকাচ্ছে তোমায় ? আমি কত গর্ব করে থাকি যে আমাদের বাড়িতেও **democracy** পালিত হয়—বাইরে গণতন্ত্র এবং বাড়িতে হুকুমতন্ত্র—এমন দু-মুখো ব্যবহার আমাদের মধ্যে নেই। **I am all ears yes**— বলো!

[শোনবার জন্য কায়দা করে বসেন]

জ্যোতি। (আরও সঙ্কুচিত হয়ে) এখুনি মা আসবে। তোমাদের দুজনের সামনেই বলব ভেবেছিলাম—মানে, আমার ব্যাপারে—

নাথ। বেশ বলে ফেলো—

জ্যোতি। না, বললাম তো দুজনের সামনে বলব।

নাথ। (হেসে) আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে—এক্ষুনি তো সেবা আসবে। (ঘড়ি দেখে) আধ ঘণ্টায় শেষ হবে তো তোমার ?

জ্যোতি। শুধু পনেরো মিনিট—

নাথ। ব্যাস ! দিলাম। কিন্তু তোমার মায়ের ব্যাপারটা বলতে পারি-না বাপু, ও যদি দেরী করে—

জ্যোতি। ভাই, গত পনেরো দিন ধ'রে আমি মনে মনে ভাবছি যে একবার তোমাদের দুজনের সঙ্গে কথা বলি।

নাথ। আগে থেকেই একেবারে গুছিয়ে **ready** হয়ে বসে আছ নাকি !

জ্যোতি। কিন্তু তোমাদের একসঙ্গে পেলে তবেই না !

নাথ। তা অবশ্য ঠিক। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমরা কোনদিন বসতে পারি না, কথা বলতে পারি না—এটা খুব খারাপ—

জ্যোতি। কথা বলার কায়দা তোমার বেশ জানা আছে ভাই। নিজেই নিজেকে খারাপ বলো, যাতে আমাদের আর কিছুই বলার না-থাকে।

[তাড়াহুড়োতে জয়প্রকাশ শার্ট পরতে পরতে বেরিয়ে আসে,

বাইরের দরজার দিকে এগোয়]

জয়প্রকাশ। মা এসে গেছে! মালপত্র নিয়ে আসি। [প্রস্থান]

নাথ। ঠিক সময়ই এসেছে। (উঠে দাঁড়ান। জ্যোতি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়)

জ্যোতি। (সেবা ভিতরে আসতেই তাকে জড়িয়ে ধরে) মা।

সেবা। (জ্যোতির কাঁধের উপর দিয়ে নাথকে দেখে) আমি ভেবেছিলাম তুমি বোধহয় বেরিয়ে গেছ–

নাথ। তোমার আশাভঙ্গ হওয়ার জন্য দুঃখিত। কিন্তু বাস দেড়টায় ছাড়ে।

সেবা। ও, তার মানে বাসের দেরি আছে ব'লে আছ।

নাথ। না তো কী! সামান্য এক নারীর জন্য আমি অপেক্ষা করে ব'সে থাকব ভেবেছ। নারীর ডাকের চেয়ে দেশের ডাক তো সবসময়েই বেশি গুরুত্বপূর্ণ! (নিজেই জোরে হেসে ওঠেন)

[জয়প্রকাশ মায়ের মালপত্র নিয়ে ভিতরে যায়]

সেবা। দেশের ডাকটা কিছুই না। আসলে বক্তৃতা দেবার সাধ।

নাথ। তা ঠিকই বলেছ। আমি স্বীকার করছি যে নিজের কথা নিজেরই কানে শোনার ব্যাপারটা আমার সত্যিই খুব পছন্দ।

জ্যোতি। এবং এটা খুব খারাপ–বলোই না–নিজেই করবে, আর নিজেই সেটাকে খারাপ ব'লে খালাস। বলে নাকি গণতন্ত্রবাদী!

সেবা। কোথাকার গণতন্ত্র? আমায় জিজ্ঞেস করো না, এরা যদি গণতন্ত্রবাদী হ'ত তাহলে আমার মতো মেয়েকে পেতই না।

নাথ। তা ঠিক, কিন্তু তুমি নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নেওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলে–

সেবা। হ্যাঁ। কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত যদি 'না' হ'ত তাহলে তোমায় সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে চলে যেতে হ'ত।

নাথ। সেটা আমার ব্যাপার।

সেবা। একেই বলে black mailing.

নাথ। তার মানে আমার ধমক শুনে তুমি বিয়েতে রাজি হয়েছিলে?

সেবা। তা নয়ত কি? তুমি কি মনে করো আমি খুব খুশি হয়ে তোমায় বিয়ে করেছি?

নাথ। তা হতে পারে। জ্যোতি, তখন আমাদের মধ্যে দু-একজন বয়স্ক leader ওর ব্যাপারে বেশ interested ছিলেন, আমি জানতাম। তুলনায় আমি third বা fourth rank candidate ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকেই বেছে নেওয়া হ'ল—

জ্যোতি। (বাবার ভঙ্গিতে) এবং এটা খুব খারাপ!

[সবাই হেসে ওঠে। জয়প্রকাশ ভিতর থেকে জলের গ্লাস নিয়ে সেবার সামনে এসে দাঁড়ায়]

সেবা। (গ্লাস নিয়ে জল খায়) তখন ভেবেছিলাম লোকটা এমন কিছুই নয়, তবে পরে নিশ্চয়ই মন্ত্রীটন্ত্রী হবে। বেশ ড াঁটে থাকব, ঘুরব, ফিরব! কিন্তু কোথায়? এতবড় জনতাদলের সরকার এল—গেল। কিন্তু ও-তো এখনও একটা সামান্য M. L. A.।

নাথ। দাঁড়াও, আমাদের সমাজবাদী স্তোসালিস্ট রাজত্ব আস্থক, তারপর দেখবে কে আছে চেয়ারে বসবার লোক—

জয়প্রকাশ। (নিচু স্বরে) স্বপ্ন-বিলাস।

নাথ। জানি, হোক না। আমরা তো আস্থাবাদী। অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করি। (হঠাৎ কিছু মনে পড়ায় ঘড়ি দেখতে দেখতে সেবাকে) এই যাঃ, ভালো কথা! শোনো, জ্যোতি আমাদের কাছে কিছু বলতে চায়। আমাদের কাছে মানে তোমার এবং আমার কাছে। আমাদের তো ও একসঙ্গে বাড়িতেই পায় না। এখন কিন্তু appointment করে রেখেছে পনেরো মিনিট। (জ্যোতিকে) পনেরোই তো? হ্যাঁ, আমরা ওর সঙ্গে কথা বলব—নাঃ ভুল বলছি, ওর কথা শুনব। (জ্যোতিকে) তাই না? (সেবাকে) তাহলে এখন তুমি পনেরো মিনিট চুপ করো। আমি এখানে বসি। (একটা চেয়ারে বসে জয়প্রকাশের উদ্দেশ্যে) তুমি কী করবে?

জয়প্রকাশ। আমি চা করতে যাচ্ছি। [প্রস্থান]

নাথ। (জ্যোতিকে) Now fire! (সেবাকে) How was the শিবির? মেয়েগুলো কেমন ছিল? I mean receptive ছিল?

সেবা। সবাই নয়, তবে তিন-চারজন বেশ seriously যোগ দিয়েছেন। বেশ receptive মনে হ'ল।

নাথ। Not bad! তিন-চারজন মানে ভালোই। আমাদের কর্মকর্তাদের শিবিরে তো সবাই-ই প্রায় বুড়ো লোক। পঞ্চাশ পেরিয়ে বয়স। সবার মধ্যে যুবক হচ্ছে চল্লিশ বছরের বামন বরবেঁ। গান করেন, "ওঠাও ধ্বজা বিপ্লবের...।" কিসের বিপ্লব? ধ্বজা তুলতে পারলে তবে তো? Slip disc হয়ে যেতে পারে। (জ্যোতি শুনছে) Yes, তুমি এমন তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? Oh! I See, I am sorry! ভুল হ'ল জ্যোতি! (সেবাকে) শোনো - এর কথা শুনব ব'লে আমরা বসলাম আর নিজেদেরই কথা—(জ্যোতিকে) We apologize, now start!

সেবা। (উঠতে উঠতে) আমি একটু চোখেমুখে জল দিয়ে আসতে পারি? এক্ষুনি আসব।

নাথ। (তার হাত ধরে বসিয়ে) No, no, এক্ষুনি আমার যাওয়ার সময় হয়ে যাবে। আর ও বেচারা আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে পাওয়ার জন্য আবার ব'সে থাকবে। না, তা হয় না। We must listen to her (জ্যোতিকে) শুরু করো—

জ্যোতি। থাক, মা একটু পরিষ্কার হয়ে আসুক না।

নাথ। না—আগে তোমার কথা শোনা হবে। দেখো, সমস্ত জগতের জন্য আমরা এতসব ক'রে ঘুরে বেড়াই। আর তোমরা আমাদের নিজের সন্তান, তোমাদের জন্যই সময় থাকবে না? নিজেকে মা-বাপ বলতে একটু লজ্জা করা উচিত আমাদের।

সেবা। আচ্ছা বাবা, আমি তো বসেছি। এখন বক্‌বক্‌ ক'রে সময় নষ্ট করছ কেন? (জ্যোতিকে) বলো জ্যোতি।

জ্যোতি। (আবার ঈষৎ সঙ্কোচে) যা বলতে যাচ্ছি, তা সত্যি সত্যি এত গুরুত্বপূর্ণ কিনা কে জানে। আমি কিছুই ঠিক করতে পারছি না। মানে—আমি বিয়ে করব ঠিক করেছি।

নাথ। (উৎসাহিত হয়ে) Congratulations!

সেবা। (আশ্চর্য হয়ে) ঠিক ক'রে ফেলেছ?

নাথ। (সেবাকে) কেন? ঠিক ক'রে ফেললে তোমার কোন আপত্তি আছে? She is a major now. ছোট তো নয়।

সেবা। আমি তাকে ছোট তো বলিনি, শুধু ভাবছিলাম—

নাথ। কি ভাবছ?

সেবা। মানে একেবারে অপ্রত্যাশিত কিনা—

নাথ। তোমার যুবতী মেয়ে কি সারাজীবন—

সেবা। (বিরক্ত হয়ে) উফ্‌, তুমি যা কথা নিয়ে খেলা করো না—

নাথ। তাই তো রাজনীতিতে রয়েছি।

সেবা। এখানে বাড়িতে তোমার সেই রাজনীতিকে টেনে এনো না। মেয়ের কথা একটু শোনো।

নাথ। তাই তো শুনছি। তুমিই তো তর্ক লাগিয়ে দিচ্ছ। (জ্যোতিকে) হ্যাঁ, আগে বলো সোনা, কে সে রাজপুত্তুর। (জয়প্রকাশ চায়ের ট্রে নিয়ে আসে) তুমিও ব'সো প্রকাশ। Good news, আমাদের জ্যোতি নিজের বিয়ে ঠিক করেছে। তুমি বলো জ্যোতি, ছেলেটা কে বলো, আমি আর ধৈর্য ধরতে পারছি না। (সেবা গম্ভীর)

জ্যোতি। (সঙ্কোচগ্রস্ত ও গম্ভীর) তার নাম অরুণ আঠোলে।

নাথ। (হঠাৎ হতাশ হয়ে) তার মানে ব্রাহ্মণ ?

জ্যোতি। না, দলিত।

নাথ। (উৎসাহিত হয়ে) Marvellous ! নাম শুনে ভাবলাম ব্রাহ্মণ।

জয়প্রকাশ। ব্রাহ্মণ হ'লেই বা কী ?

নাথ। কিছুই-না। কিন্তু আমার মেয়ে উঁচু জাতের ছেলেকে বিয়ে করবে এটা বোধহয় আমার ততটা ভালো লাগত না। পরিষ্কার বলছি।

জয়প্রকাশ। তার মানে এটাও তো অন্যধরনের সাম্প্রদায়িকতা হয়ে যাচ্ছে

সেবা। (খুব গম্ভীর) তুমি চুপ করো প্রকাশ। (জ্যোতিকে) কী করে সে ? কোথায় থাকে ?

জ্যোতি। এখানে, পুণাতেই থাকে। B. A. পড়ছে। Part-time চাকরী করে 'শ্রমিক সমাচারে'।

সেবা। তোমার সঙ্গে কোথায় আলাপ হলো ?

জ্যোতি। সমাজবাদী বিচার-মণ্ডলে। দু-মাস ধরে সেখানে আসছে।

সেবা। মা-বাবা কী করেন ?

নাথ। I object to this question। মা-বাবা কিছু করুন বা না-করুন, আমাদের সম্পর্ক তো ছেলের সঙ্গে।

সেবা। ছেলের সম্পর্কেই এসব কথা।

জ্যোতি। গ্রামে থাকেন। কহাডের কাছে চিরোলি নামে একটা গ্রাম আছে, সেখানে ওদের কিছু জমি আছে।

সেবা। কয় ছেলেমেয়ে ?

জ্যোতি। সাত। অরুণ দ্বিতীয়।

সেবা। (কিছুক্ষণ অর্থপূর্ণ স্তব্ধতায়) বড় ভাই কী করেন ?

জ্যোতি। সত্যি কথা বলতে গেলে, কিছুই করেন না।

সেবা। কেন ?

জ্যোতি। অরুণ বলে যে উনি ওরকমই। বাবা চাষবাস দেখেন, কিন্তু তাতেও ওদের চলে না। অরুণকে টাকা পাঠাতে হয়।

সেবা। বাকী ভাইবোনেরা ?

জ্যোতি। মাঝে মাঝে পড়াশুনা করে। কিন্তু আসলে কিছুই করে না।

সেবা। ঋণ ?

জ্যোতি। থাকতে পারে, কিন্তু কত তা আমি জিজ্ঞাসা করিনি।

সেবা। মানে পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব এই অরুণের ঘাড়েই।

জ্যোতি। হ্যাঁ।

নাথ। সে সমাজের তো এই-ই অবস্থা। তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে ?

সেবা। তুমি আমাকে একটু বলতে দেবে ?

নাথ। দিচ্ছি তো, কিন্তু দলিত সমাজের ছেলে বলতে গেলে—

সেবা। এইটুকু না-জানার মতো আনাড়ী আমায় ভেবো না। (নাথ চুপ। জ্যোতিকে)—এই ছেলেটিকে তুমি কতদিন ধ'রে জানো ?

জ্যোতি। এই দু-তিন মাস ধ'রে।

সেবা। ছেলেটি কি বুদ্ধিমান ?

জ্যোতি। হ্যাঁ, কিন্তু অসাধারণ কিছুই-না। ভালো কবিতা লেখে। আসলে আমি ওর কবিতারই প্রেমে পড়েছি।

নাথ। বাঃ। ওই সমাজের ছেলেদের মধ্যে কিন্তু একটা জন্মগত কাব্য-প্রতিভা দেখা যায়।

জ্যোতি। এখন আত্মজীবনী লিখছে। পড়ে ভাবলাম ওকে সুখী করার জন্য কিছু একটা করি—

নাথ। বাঃ, জ্যোতি, বাঃ।

সেবা। আচ্ছা তুমি আমাদের একটু কথা বলতে দেবে ? (জ্যোতিকে) স্বভাব কী রকম ?

জ্যোতি। খুব ভালো তা জোর দিয়ে বলতে পারি না। তবে, আমার অভিজ্ঞতা ভালোই। অবশ্য অভিজ্ঞতাটা যদিও খুবই কম—

সেবা। নির্ভরযোগ্য ?

নাথ। I object ! নির্ভরযোগ্য না-হ'লে আমার মেয়ে ওর সঙ্গে বিয়ের ঠিক করতই-বা কী ক'রে ? শুধু ছেলেটি দলিত বলে তুমি ওর সম্বন্ধে -

সেবা। দেখো, ওর দলিত হওয়া নিয়ে কোন প্রশ্নই উঠছে না। মানুষ হিসেবে নির্ভরযোগ্য কিনা সেটাই দেখতে হবে।

জ্যোতি। ওর কবিতা এবং আত্মজীবনী আমার মনে ওর ব্যাপারে একটা নির্ভরতা জোগায়।

সেবা। এইটুকু পুঁজির উপর তুমি বিয়ে ঠিক ক'রে ব'সে আছ ?

নাথ। আমাকে যখন তুমি বিয়ে করেছিলে তখন আমার নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে কী প্রমাণ ছিল তোমার কাছে ? আমি শুধু আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, এইটুকুই না ?

সেবা। সেটা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। আমি তোমাকে দূর থেকে অনেকটাই চিনে নিয়েছিলাম। তুমি এখন এই ব্যাপারে ওটা টেনে এনো না। (জ্যোতিকে) জ্যোতি, আমার মনে হয় তুমি একটু বেশি তাড়া করছ। ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছে এখন পুরো দু-মাসও হয়নি। ওর ব্যাপারে যথেষ্ট কিছু জানোওনা। যা জানো, তা কিন্তু খুব একটা উৎসাহ-

জনক নয়।—

নাথ। তাই বলি—দু-চার বছর অপেক্ষা করো। পুরোপুরি খবর নাও। তাকে ভালোভাবে study করো, তারপর বিয়ের কথা ভাবো—nonsense!

জয়প্রকাশ। Nonsense কেন বাবা! যতই বলো এটা একটা জীবনের প্রশ্ন।

নাথ। যে-কোন একটা লোককে দেখেই হঠাৎ ভালো লেগে যাওয়ার মানে কী—সেটা কী তুমি জানো প্রকাশ? ওরে বা-বা, খবর নিয়ে study ক'রে কিছুই বোঝা যায় না। এগুলো তো হৃদয়ের গিঁট পড়ে যাওয়ার ব্যাপার।

জয়প্রকাশ। কিন্তু জ্যোতি তো তেমন কিছু ঘটেছে ব'লে বলছে না।

নাথ। নিশ্চয়ই তাই। তাই না জ্যোতি?

[জ্যোতি ঘাড় নেড়ে 'না' বলে]

জয়প্রকাশ। যাঃ!

নাথ। তোমাদের মনে ভালোবাসা জাগেনি?

জ্যোতি। জানি না। ও আমায় জিজ্ঞেস করল—আমাকে বিয়ে করার ব্যাপারটা তোমার কতটা ভয়ঙ্কর মনে হয়? আমি বললাম—এতে ভয়ঙ্কর আবার কী? ও বলল—আমি একটা অপদার্থ লোক ব'লে তোমার মনে হয় না? আমি বললাম—না। ও বলল—আশ্চর্য, তাহ'লে আমরা বিয়ে ক'রেই ফেলি। আমি ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ ক'রে দিলাম।

নাথ। (আশাভঙ্গ হয়ে) হৃদয়ে আলোড়ন বা অন্য কিছুই জাগল না! (জ্যোতি ঘাড় নেড়ে না বলে) রক্তের মধ্যে সপ্তস্বরের সঞ্চরণ হ'ল না। (জ্যোতি আবার ঘাড় নেড়ে না বলে) গূঢ় সমবেদনার ঝড় উঠল না? (জ্যোতি পুনরায় ঘাড় নাড়ে, বলে 'না')।

জ্যোতি। সত্যি কথা বলতে কি, আমিই আশ্চর্য হয়ে যাই। কেউ যেমন "চা খাবেন" জিজ্ঞাসা করেন, ঠিক তেমন ব্যাপারটা। আমি এখনও বিশ্বাসই করতে পারছি না।

সেবা। (গম্ভীর) জীবনের সিদ্ধান্ত নিয়ে এমন খেলা করা উচিত নয় জ্যোতি।

জ্যোতি। আমি কিন্তু বেশ গভীরভাবেই ভেবে দেখেছি মা।

সেবা। যা ঘটেছে, সেটা কি ভেবেচিন্তে করা কাজ ব'লে তোমার মনে হয়?

জ্যোতি। একেকবার হয়। আবার কখনো কখনো সবই বোকামি ব'লে

মনে হয়।

সেবা। তুমি বড্ড তাড়াতাড়ি করছ জ্যোতি—

নাথ। এইরকম বিচার করাটাও একটু তাড়াতাড়ি হচ্ছে-না কি? ছেলেটি কালো না ফর্সা, তাও আমরা এখনো দেখিনি। (সেবা বিরক্ত হয়ে স্বামীর দিকে তাকায়) তুমিই বলো, আমি কি ভুল বলছি?

জ্যোতি। তোমাদের সুবিধামতো ওকে আমি বাড়িতে ডাকব ভেবেছি।

সেবা। তবে তো আমরা দেখবই। কিন্তু বিয়ে করতে গেলে মেয়ের নিজের সুস্থিরতার কথা একটু ভাবা উচিত কিনা। বেঁচে থাকার ধরনে মিল থাকা উচিত, যতই বলো সংসার—

নাথ। মন স্থির থাকলে বেঁচে থাকার ধরনটা পালটানো যায়। আর সুস্থিরতা তো একটা relative কল্পনা মাত্র। ছেলেটা B. A. পাস করতে যাচ্ছে। তার মানে কিছুটা সুস্থিরতা তো আসবেই—

সেবা। কিসের ভিত্তিতে বলছ? ওর সমস্ত আর্থিক দায়িত্বটার কথা মনে রেখো—

নাথ। বেশ, ও না-পারলে আমাদের মেয়ে ওর জন্যে চাকরী করবে। সে তো শুধু ঘরের বৌ হয়ে ব'সে থাকার মেয়ে নয়।

সেবা। (রেগে) তুমিও ওকে না-দেখে ওর পক্ষে এত কথা বলছ কেন? বিয়ে দেওয়ার এতই কি তাড়া আছে?

জয়প্রকাশ। এটা কিন্তু ঠিক ভাই—

নাথ। বেশ, আমার কিন্তু বাসের সময় হয়ে এসেছে। আমি চলি। তা'হলে কী ঠিক করলাম আমরা? আগে ছেলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবে। কিন্তু তারপর কী? (জ্যোতিকে) তুমি তো বিয়ে ঠিকই করেছ, তাই না?

সেবা। তেমন কিছু মনে হ'লে ও আর একবার ভেবে দেখতে পারে।

জ্যোতি। তা জানি না। কিন্তু তোমাদের মত আমি চাই। সত্যি কথা বলতে, আগেই মত নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সবকিছুই এত আকস্মিকভাবে ঘ'টে গেল—

নাথ। তাতে কী হয়েছে? জ্যোতি, don't worry, আমরা তো আছি। আচ্ছা প্রকাশ, জিনিসপত্র নিয়ে নামি। তুমি রিক্সা ডাকো।

[দুজনে ভিতরে যায়]

সেবা। (জ্যোতিকে) দেখো, ও দলিত ব'লে আমার কোনই আপত্তি নেই। তুমি তো জানোই, আমি এবং নাথ কত নিষ্ঠার সঙ্গে সারা-জীবন ধ'রে অস্পৃশ্যতার বিরোধিতা ক'রে আসছি। সেটা কোন ব্যাপারই নয়। কিন্তু তোমার একটা জীবনধারা আছে। একটা

অভ্যাস আছে। ওর সে সবই আলাদা, হয়ত এসব ব্যাপারে তোমার সঙ্গে ওর না-ও মিলতে পারে।

জ্যোতি। আমি মিলিয়ে নেব মা।

সেবা। এমন আমরা বলি জ্যোতি, কিন্তু আসলে সেটা করা খুব কঠিন। মেয়েদের আবার পালাবারও কোন পথ থাকে না।

জ্যোতি। আমি পালাব ব'লে আমার মনে হয় না।

সেবা। আমার মনে হয়, ভালোভাবে ভেবেচিন্তে সব ঠিক করা উচিত।

জ্যোতি। এ ব্যাপারে আমিও তোমার সঙ্গে একমত মা, কিন্তু কিছু একটা ঘ'টে গেছে। কেমন করে ঘটল আমি বুঝতেই পারিনি। ঘটে যাবার পরে তার গুরুত্বটা বুঝলাম।

সেবা। এটা তো ঠিক হ'ল না।

জ্যোতি। একেবারেই না, কিন্তু তা ঘ'টে গেছে এটাও তো সত্যি।

সেবা। এখনো তা পালটানো যেতে পারে।

[জ্যোতি কিছু বলতে উদ্যত, ইতিমধ্যে নাথ ও জয়প্রকাশের জিনিস-পত্র নিয়ে প্রবেশ]

নাথ। Ta-Ta—আমাকে কিন্তু বেরোতেই হচ্ছে। (সেবাকে) তুমি এখন কতদিন বাড়িতে থাকছ?

সেবা। এ সপ্তাহ আর কোথাও যাব না। তের তারিখে বোম্বাইতে আমাদের বিদ্যাবর্ধিনী ট্রাস্টের মিটিং আছে।

নাথ। That's wonderful! তার মানে আমি নিশ্চিতভাবে আমার আহমদ্ নগরের কাজ সেরে আসি। পরশু সন্ধের মধ্যে আমি ফিরে আসব। এসেই একটা মিটিং আছে। By then—carry on জ্যোতি—

[জ্যোতির পিঠ চাপড়ে বাইরে চ'লে যান। জিনিসপত্র নিয়ে জয়-প্রকাশ বাইরে যায়]

সেবা। (খুব গম্ভীর) আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করব জ্যোতি? (জ্যোতি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়) ওর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কতটা গভীর? স্পষ্ট ক'রে বললে, ওর কত কাছে গেছ তুমি?

জ্যোতি। তুমি যা ইঙ্গিত করছ সে অর্থে এখন যাইনি। আমরা দেখা-শোনা করি, কথাবার্তা হয় এইটুকুই। (সেবা নিশ্চিন্ত হয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলে; তবুও মুখে অশান্তির অভিব্যক্তি)

সেবা। আচ্ছা আমি একটু পরিষ্কার হয়ে আসি। তেমনিই বসে আছি—

জ্যোতি। মা, আমি কি খুব বেশি কষ্ট দিলাম তোমায়?

সেবা। নারে পাগলী! মাকে কষ্ট দেবে না তো আর কাকে দেবে?

আমি শুধু তোমার কথাই ভাবছি—

জ্যোতি। Sorry মা, তোমার ও ভাইয়ের উপর একেই এত কাজের চাপ, তাতে আবার আমার এসব—

সেবা। (পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে) পাগলী রে, পাগলী। নিজের সন্তান মার কাছে বোঝা হয় নাকি ? (জ্যোতি ভিতরে যায়, সেবা কিছুক্ষণ চিন্তায় মগ্ন হয়। টেলিফোন বেজে ওঠে। সেবা যেন কিছুক্ষণ শুনতেই পায় না। তারপর গিয়ে রিসিভার তোলে) হ্যালো, কে ? কুসুম ? কী ব্যাপার ? মহিলারা সব বসে আছে ? গোদরেজের অর্ডার complete হয়ে গেছে নাকি ? তাহলে মেহেতা কোম্পানির ম্যানেজারকে ফোন করছনা কেন ? বলো যে কিছু একটা কাজ দিন মহিলারা ব'সে আছেন। আমাদের কাজের কথাটা ওঁর জানা। কিছু কাজ ওরা পাঠিয়ে দেবেন। হয়ত একটু বিরক্ত হবেন, কিন্তু বেশ কাজের লোক। (একটু শুনে) হ্যাঁ হ্যাঁ, সুন্দরাবাঈ-এর কথা ভাবতে হবে, তার ব্যবহার কিন্তু ঠিক নয়—

[সেবা ফোনে কথা বলার সময় স্টেজ ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সন্ধ্যাবেলা, একই বসবার ঘর, ঘরে কেউ নেই। বাইরে ল্যাচের দরজা খুলে জ্যোতি প্রবেশ করে। তার পিছনে অরুণ আঠোলে। (বয়স বছর পঁচিশ, কালো, দেখতে সামান্য উগ্র কিন্তু সুপুরুষ) দুজনে ভিতরে আসার পর জ্যোতি দরজা বন্ধ ক'রে দেয়। দরজা বন্ধ এবং ওদের বাড়ীতে একাই থাকতে হবে এ কথা ভেবে অরুণ ও জ্যোতি পরস্পরের দিকে তাকায়। দুজনেই সামান্য অস্বস্তি বোধ করে]

জ্যোতি। (নিজেকে সামলে নিয়ে) ব'সো না, সবাই বেরিয়ে গেছে দেখছি। এক্ষুনি আসবে। (অরুণ সোফার কাছে এসে একটু অস্বস্তিতে ব'সে পড়ে) জয়প্রকাশ হচ্ছে আমার বড় দাদা। M.Sc. পড়ছে। পাঁচটা নাগাদ বাড়ি ফিরবে। মা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ফিরবেন বলেছেন। বাবার তো বাড়িতেই থাকার কথা, কোথাও বেরিয়েছেন মনে হয়। (কোন চিঠি রেখে গেছেন কিনা খুঁজতে থাকে, পায়) এইতো, চিঠি রেখে গেছেন—সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ফিরবেন লিখেছেন। কিন্তু বাবার ব্যাপার কিছু বলা যায় না। সাড়ে ছটার মধ্যে এলেও বুঝতে হবে অনেক হলো। আজ অবশ্য আসবেন,

তোমাকে দেখতে খুব উৎসুক তিনি। তুমি ব'সো (ভিতরের দরজার দিকে যেতে যেতে) আমি একটু চোখেমুখে জল দিয়ে আসি।

অরুণ। জ্যোতি –

জ্যোতি। (থেমে) কী গো ?

অরুণ। তুমি এখানেই ব'সো না।

জ্যোতি। (ফিরে এসে) কেন ? আমি এক্ষুনি আসছি।

অরুণ। বড় বড় বাড়িতে এলে আমি কেমন যেন নিজের ওপর আস্থা পাই না।

জ্যোতি। আস্থা পাওনা ? কিন্তু এ বাড়ি কী এমন বড় ?

অরুণ। আমার বাপের ঝোপড়ি দেখলে বুঝবে। আট বাই দশের সেই ঝোপড়ির মধ্যে মা-বাবার সঙ্গে আমরা দশ ভাই-বোন থাকতাম। পরস্পরের শরীরের ওম্ লেগে থাকতো আমাদের গায়ে। গায়ে জামা না-থাকলে বা পেটে ভাত না-থাকলেও ভয় হ'ত না। আর এখন এই শহরের বাড়িগুলোকে আমার মনে হয় বড় বড় বোয়াল মাছের পেটের মতো। এখানে সবাই কত একা !

জ্যোতি। আমাদের বাড়ি কিন্তু তেমন নয়।

অরুণ। কাল রাতে নিখিলের সঙ্গে আমি হস্টেলে ছিলাম। 'ডাইলেক্‌-টিক্‌স্' বোঝাচ্ছিল আমাকে। এতে দেরী হয়ে গেল ব'লে ওখানেই শুতে বললো। ও চট্ ক'রে ঘুমিয়ে পড়ল, আমি কিন্তু সারারাত জেগে রইলাম। মনে হচ্ছিল, ঘুমিয়ে পড়লে বোধহয় ঘরটা আমাকে খেয়েই ফেলবে।

জ্যোতি। যাঃ, এমন ভাব কেন ? গ্রাম থেকে পুণেতে এসেও তো কম দিন হ'ল না। তাছাড়া এখন রাতও নয়। রীতিমতো দিন।

অরুণ। তাতে কিচ্ছু এসে যায় না। এই বড় বড় বাড়ি যে কোন সময় বোয়াল মাছের মতো মানুষ গিলতে প্রস্তুত।

জ্যোতি। তোমার ব্যাপার আমি কিছুই বুঝতে পারি না বাপু। কেউ চোরকে ভয় পায়, কেউ ডাকাতকে, বা ভূতকে – কিন্তু বাড়ির ভয় কিসের ? বাড়িতে তো বেশ নিরাপদ মনে হয়।

অরুণ। আমি কিন্তু রাস্তাতেই নিরাপদ থাকি। রাস্তায় যত বেশি ভিড় দেখি আমার ততটাই নিশ্চিন্ত বোধ হয়। সিমেন্ট, কংক্রীটে ঘেরা চারদেওয়ালে একা থাকলে ভয়ে আমার মন কুঁকড়ে যায়। মনে হয় ভিড়ে পালাই।

জ্যোতি। বেশ, আমি চায়ের জল চাপিয়ে আসছি।

অরুণ। চাপাতে হবে না –

জ্যোতি। তাহলে কী করব?

অরুণ। এখানে আমার সঙ্গে ব'সো।

জ্যোতি। আচ্ছা একটা কাজ করি; আমি চা করি আর তুমি না-হয় রান্না ঘরে বসেই আমার সঙ্গে গল্প করবে, চলো।

অরুণ। থাক, রান্নাঘরে ব'সে গল্প করা একেবারে মেয়েলি ব্যাপার। আমরা এখানেই বসি।

জ্যোতি। (একটু অবাক হয়ে) বেশ।

অরুণ। তোমার নিশ্চয়ই খুব অবাক লাগছে। নিশ্চয় মনে হচ্ছে এ কেমন মানুষ রে বাবা—

জ্যোতি। না, ঠিক তা নয়–

অরুণ। নিশ্চয়ই বেশ বিরক্তিকরও লাগছে।

জ্যোতি। এরকমভাবে বলছ কেন?

অরুণ। খুবই স্বাভাবিক। আমাদের মানুষ হয়ে-ওঠার ধরনটাই আলাদা। মহার জাতের লোক আমি।

জ্যোতি। ও কথা ব'লো না।

অরুণ। এ গাঁয়ের অশুভ খবর ও গাঁয়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমার পূর্ব-পুরুষরা রাত-বেরাতে "জোহার, মাই বাপ" হাঁকতে হাঁকতে খালি পায়ে হেঁটে যেত। পরনের লেংটি ছিঁড়ে যেত হাঁটতে হাঁটতে, কিন্তু হাঁটা আর মুখের ডাক থামে না। ব্রাহ্মণরা তো তাদের দেখাও পাপ মনে করত–

জ্যোতি। অরুণ–

অরুণ। আমাদের পেট ভিক্ষে-পাওয়া বাসী অন্নে অভ্যস্ত। মরা পশুদের মাংস বেশ রসিয়ে উপভোগ করে আমাদের জিভ। তোমাদের এই ইস্ত্রি-করা টিনোপাল জীবনে আমরা খাপ খাব না। ডাল ভাত আর বিশুদ্ধ গাওয়া ঘিয়ের সংস্কৃতি তোমাদের। আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে তোমাদের কোন সম্পর্ক আছে?

জ্যোতি। অরুণ–

অরুণ। আমাকে সাদী ক'রে আমার বাপের ঝোপড়িতে দু'দিনের বাসি রুটি বাসি ডালের সঙ্গে খেতে পারবে তুমি? বমি না-ক'রে পারবে? বলো জ্যোতি, আমার মায়ের সঙ্গে মহারপাড়ার ওপারের সেই নোংরা মাঠে রোজ পায়খানায় যেতে পারবে? মোষের খাবার জোটাবার জন্য "মাগো, বাবা গো—" বলে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে চেয়ে ঘুরে বেড়াতে পারবে তুমি? বলো, বলোই না—

[জ্যোতি দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে নেয়]

বলে নাকি, আমাকে বিয়ে করবে! আমাদের জীবন মানে রাষ্ট্র সেবা-দলের শ্রমদান ছাউনি ভেবেছ? ওটা নরক! সাক্ষাৎ নরক! জীবন নামের নরক।

[জ্যোতি ডুকরে কেঁদে ওঠে]

Sorry! মাথা out হয়ে গেল আমার। মাঝে মাঝে এমন হয়। তোমার কাছে অবশ্য সমস্তই নতুন ব্যাপার। কিন্তু জানো, একেক বার মনে হয় যেন সমস্ত পৃথিবীটাতে আগুন ধরিয়ে দিই। খুন করি, ধর্ষণ করি, উচ্চবর্ণ নামের রাক্ষসদের রক্তপান করি। কিছুক্ষণ পর নিজে নিজেই শান্ত হয়ে যাই। ঘোর কেটে গেলে ভর হওয়া যেমন শান্ত হয় —ঠিক ওই রকম। মরার মতো বেঁচে থাকা আমাদের। যাঃ, তোমায় শুধু শুধু কষ্ট দিলাম। মাফ্ চাইছি—কিন্তু আমি একজন কষ্টদায়ক লোক তো বটেই।

[জ্যোতি আর কাঁদছে না। কিন্তু মুখ ঢেকেই আছে]

আরে বাবা, বলছি তো, মাফ্ ক'রে দাও। কেউ এলে ভাববে লোকটা না-জানি কী করেছে? ধাক্কা মেরে বের ক'রে দেবে। আমার তাতে কিছুই এসে যায় না অবশ্য। কিন্তু তোমারই বিয়ে আর হবে না। চলবে? রাজি তো?

[জ্যোতি মুখ তুলে চোখ মোছে]

এই যে হেসে ফেলেছে। একটা বামনী পুরো জালে ফেঁসেছে।

[হাততালি দিয়ে জোরে হাসে, জ্যোতিও হাসতে থাকে। ল্যাচের লক্ খুলে জয়প্রকাশ প্রবেশ করে। ওদেরকে দেখেই সামান্য সঙ্কোচ বোধ করে। দরজা বন্ধ ক'রে দেয়]

জ্যোতি। (দরজার শব্দ শুনে ওদিকে তাকায়) কে? প্রকাশ? (জয়প্রকাশ সসঙ্কোচে ভিতরে চলে যেতে চায়) দাঁড়াও না। এই হচ্ছে অরুণ। (অরুণকে) আমার দাদা, জয়প্রকাশ।

[অরুণ ও জয়প্রকাশ প্রথাগতভাবে পরস্পরকে নমস্কার করে। জ্যোতির মুখ দেখেই জয়প্রকাশ বুঝেছে যে জ্যোতি কাঁদছিল]

জয়প্রকাশ। (ভিতরে যেতে যেতে) আমি একটু আসছি।

[চ'লে যায়]

জ্যোতি। (চোখ মুছে হাসতে হাসতে) ও কী ভেবেছে কে জানে!—

অরুণ। নিশ্চয়ই ভেবেছে যে আমি তোমায় মেরেছি।

জ্যোতি। (ন্যাকাভাবে, আস্তে) আহা, আমাকে মারবে!

অরুণ। কেন? তোমাকে মারা কি এতই কঠিন?

জ্যোতি। আমি তো ন্যাকা পুতুল নই যে ও মা, এ মা করব? - সেবা-

দলের মেয়ে।

[কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই অরুণ তার হাত ধরে মুচকে ছেড়ে দেয়। এক নিমেষে সব ঘ'টে যায়, জ্যোতির অসহ্য যন্ত্রণা। তার চাইতে মনের আঘাত পায় বেশি। এটা কে যে কেমনভাবে নেবে কিছুই বুঝতে পারে না। দ্বিধাগ্রস্ত। মনে কষ্ট পাচ্ছে, কাঁদো কাঁদো মুখে হাতে ফু' দেয়]

অরুণ। Sorry ! ধুর, হঠাৎ হয়ে গেল। সত্যিই sorry জ্যোতি। তুমি যে শাস্তিই দাও না কেন আমি নিতে রাজী আছি। কিন্তু কেউ, যে-কোন ব্যাপারই হোক-না কেন, challenge করলে, আমার কিছুই ঠিক থাকে না। খুব ব্যথা পেয়েছ ? দেখি –

[বাইরের ল্যাচ্ খুলে সেবা ভিতরে ঢুকে উভয়কে দেখেন। ওরাও সেবাকে দেখে। জ্যোতি নিজেকে সামলায়]

জ্যোতি। মা, এসেছ ? এই হচ্ছে অরুণ, ইনি আমার মা।–

[অরুণ নমস্কার করে। সেবা অরুণকে দেখে খুব একটা খুশি হয়েছেন ব'লে মনে হয় না। অরুণও সামান্য অস্বস্তি বোধ করে]

জ্যোতি। মা প্রকাশ এসে গেছে – ভিতরে আছে –

সেবা। (এগিয়ে আসতে আসতে) বসুন না, দাঁড়িয়ে কেন আপনি ? নাথ কখন বেরিয়েছে রে ! যাবে না বলছিল। কখন ফিরবে ?

জ্যোতি। (এখনও নিজেকে খুব একটা সামলাতে পারেনি) আমরা আসার আগেই বেরিয়ে গেছেন। চিঠি লিখে রেখে গেছেন, সাড়ে পাচটা নাগাদ ফিরবেন ব'লে। এই তো এখানে ছিল। (চিঠি খোঁজে, চট্ করে পায় না)

সেবা। (ওর বিচলিত হাবভাব দেখে) থাক, চা-টা করেছিস ?

জ্যোতি। না, সময় পাইনি। (হঠাৎ সেবার চোখে চোখ পড়ে যায়)

সেবা। বারে। বাড়িতে প্রথমবার কেউ এলে তাকে চা দেবে না ? যাও চা বসিয়ে দাও। আমিও খাব। সঙ্গে খাবারও কিছু নিয়ে এসো। নাথ কালকে যে biscuit এনেছেন সেগুলো ঐ তাকের উপর কৌটোয় আছে। আর শোনো, প্রকাশকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

[জ্যোতি বিড়বিড় করতে করতে ভিতরে যায়। অরুণ বসে বসে অস্বস্তি বোধ করে]

সেবা। (অরুণকে) আপনি B. A. পড়ছেন তাই না ? জ্যোতি বলছিল। (অরুণ চুপ) কী কী subjects নিয়েছেন ? [অরুণ বলে ঠিকই, কিন্তু অস্বস্তি কাটাতে পারে না] পরে কী করার কথা ভাবছেন ?

অরুণ। কিসের পরে ?

সেবা। B. A. পাশ করার পর কী করবেন?

অরুণ। (মনে-পড়া উত্তরটা চেপে যায়) তেমন কিছু ঠিক করিনি এখনো —দেখি—

সেবা। ঠিক করতে হবে। শুধু B. A. পাশ করে কী হবে?

অরুণ। তা ত ঠিক।

সেবা। আজকাল B. A. পাস-করাদের তো কেউ পোঁছেও না। (অরুণ চুপ, বিচলিত) তবু সায়েন্স বা কমার্স থাকলে কিছুটা scope থাকে। তাও খুব একটা নেই। যা রেষারেষি! (অরুণ bore হয়ে যাচ্ছে) জিনিসপত্রের দাম তো বেড়েই চলেছে। পুণেয় শুধু জমি কিনতে গেলেই পঞ্চাশ-ষাট হাজার প'ড়ে যায়। কোথায় থাকেন আপনি? নিজের জমিজমা আছে? (অরুণ ঘাড় নেড়ে না বলে, বিরক্ত হয়) আজকাল সংসার চালানো মোটেই সহজ নয়। ছেলে-পিলেদের কথা ছেড়ে দিলেও অন্তত একটা নিজস্ব ঘর দরকার। তাছাড়া ওষুধপত্র—কতরকম অসুবিধা তো লেগেই থাকে। আজকাল-কার দিনে বিয়ের কথা ভাবতে গেলে ভালোরকম টাকা হাতে চাই। তা না হলে অন্তত স্থায়ী carrier তো থাকতেই হয়। নতুবা নিজের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকেও ভোগানো।—

অরুণ। (আর চুপ করে না-থাকতে পেরে) আমার কাছে সেটা কোন সমস্যাই নয়।

সেবা। নয় মানে? এটা প্রত্যেকেরই সমস্যা।

অরুণ। আমার নয়। আমি শুঁড়িখানা চালাব।

সেবা। (আহত হয়ে) কী?

অরুণ। হ্যাঁ তাই। শুঁড়িখানাতে ভালোরকম টাকা আছে। শুধু টেকনিকটা একটু জানতে হয়। (সেবা অবাক) দুজনের জন্য বেশ first class ব্যবসা। একজন বাইরের টাকা পয়সার ব্যাপার সামলাবে, আর অন্যজন খদ্দেরদের দেখবে। এটা মেয়েদের কাজ। তাকে সবাই aunty ব'লে ডাকেন। Aunty। ওঁকে দেখতে যতটা ভালো, ব্যবসা ততটাই ভালো জমবে—

[জয়প্রকাশ ভিতর থেকে চায়ের ট্রে নিয়ে আসে]

সেবা। (নিজেকে সামলে বিষয় পাল্টাবার চেষ্টা করে) প্রকাশ, এ হচ্ছে অরুণ আঠোলে।

প্রকাশ। (একদম ঠাণ্ডা স্বরে) হ্যাঁ, আমাদের আগেই আলাপ হয়েছে।

অরুণ। (প্রকাশকে) শুঁড়িখানার ব্যাপারে বলছিলাম এঁকে। (বলবার জেদ চেপে গেছে) বলছিলাম যে ঐ ব্যবসা আজকালকার দিনে খুব

লাভজনক। আবার স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলেও করা যায়। বাচ্চা-কাচ্চা হলেও গ্লাশ-টুল্‌শ ধোওয়ার কাজে লাগে। খদ্দেরদের সিগ্রেটও এনে দিতে পারে। Tips হিসেবে প্রচুর আদায় হয়। অনেক দিক দিয়ে টাকা আসে।

[সেবার অবস্থা দেখে এখন অরুণের বেশ ভালো লাগে। প্রকাশ বিব্রত। জ্যোতি বেরিয়ে আসে। মোটামুটি পরিস্থিতি বুঝতে পারে]

জ্যোতি। (কষ্টকল্পিত হাসিতে) মা, অরুণ কিন্তু মাঝে মাঝে অকারণ লোকের পিছনে লাগে –

অরুণ। (সেবা ও জয়প্রকাশকে) এর কথায় কান দেবেন না। ওর সঙ্গে তো আমার এই দু-চার দিনের আলাপ মাত্র।

জ্যোতি। (সামলাবার চেষ্টা করে) তাতে কী হয়েছে। আমি সবই জানি।

অরুণ। (সহজভাবে) মাথামুণ্ডু কিস্‌সু জানো না তুমি, চুপ করো !

[সবাই স্তম্ভিত। জ্যোতি বিভ্রান্ত। ইতিমধ্যে খুব জোরে বেল বেজে ওঠে]

জ্যোতি। (স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে) নিশ্চয়ই ভাই। (দরজা খুলতে যায়, খুলে দেয়)

জ্যোতি। (আনন্দে) দেখো, ভাই এসেছেন।

নাথ। (ভিতরে এসে দেখে) Sorry, দেরী হয়ে গেলো আমার। পার্টি অফিস থেকে বেরোচ্ছি, এরমধ্যে একজনের সঙ্গে দেখা। আবার কাজটাও বেশ জরুরী, না বলতে পারলাম না। তবুও যা ভেবেছিলাম, তার চেয়ে আগেই এসে পৌঁছেছি। (সবাই গম্ভীর)

জ্যোতি। ভাই, এ হচ্ছে অরুণ। (অরুণকে) ইনি আমার বাবা। (অরুণ নমস্কারও করতে অনিচ্ছুক)

নাথ। (নিজে এগিয়ে গিয়ে তার হাত হাতে ধ'রে) Very glad to meet you young man – তোমার ব্যাপারে শুনেছি। (জ্যোতির দিকে চোখ মট্‌কে) কী শুনেছি তা কিন্তু আমি কিছুতেই বলবনা। (অরুণকে আপাদমস্তক দেখে) বাঃ, পুরুষমানুষ এমনই হওয়া দরকার। একেবারে শক্ত – ভেঙে পড়লেও ঘাড় হেঁট করবে না – বহুত আচ্ছা। (জয়প্রকাশকে) জয়বাবু, শিখুন, এর কাছ থেকে শিখুন। আমাদের জয়প্রকাশ কাজে বাঘ, কিন্তু বাকি সব ব্যাপারে একেবারে অহিংসক মধু। মানুষের সাহস দরকার। (জ্যোতিকে) ওকে কিছু খেতেটেতে দিয়েছ ? (সেবাকে) দেখো, জ্যোতি কিন্তু তোমার চেয়ে ভাগ্যবতী।

যা manly বর জোগাড় করেছে একটা ! আবার creative – কবিতা লেখে। (অরুণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে, বাকী সবাই গম্ভীর)

জ্যোতি। (ইতস্তত‌ভাবে বলে) ভাই, তোমায় চা দেব ?

নাথ। এটা কি কোনো প্রশ্ন হ'ল ? চা ছাড়া কি জীবনের অন্য কোন মানে হয় ? আর একেও আবার দাও আমার সঙ্গে। (জ্যোতি ভিতরে যায়)

নাথ। (অরুণের হাত ধ'রে নিয়ে গিয়ে বসান, নিজে তার পাশে বসেন, ওর হাত হাতে ধ'রে কথা বলেন) I am really, really happy, Arun ভাইয়া ! চা খেয়ে celebrate করি। অবশ্য আজকাল আমাদের সমাজবাদীদেরও মদটদ চলে, কিন্তু সে ব্যাপারে আমি একটু পুরোনো ধাঁচের। ভরা যৌবনেই গান্ধীজীর চিন্তার পোকা কামড়ে দিয়েছে কিনা, তাই কয়েকটা জিনিস জীবন থেকে একেবারে বাদ পড়ে গেল। মদ গেল, স্বাধীনতা গেল, আরও বলতে গেলে (একটু নিচু স্বরে) ব্রহ্মচর্যটাই জীবনের আদর্শ হতে যাচ্ছিল। কিন্তু একটা মনমতো accident হয়ে গেল আর কি ! (চোখ টিপে) যেমন এখন তোমারও হয়েছে।

সেবা। (গম্ভীর মুখে) নাথ, তুমি জামাকাপড় ছাড়বে না ?

নাথ। পরে হবে সেবা, আজ পর্যন্ত আমরা কেবল জাতপাত ভেঙে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছি মাত্র। কয়েকটি inter-caste বিয়েতে আমি উপস্থিত থেকে বক্তৃতাও দিয়েছি – কিন্তু আজ মনে হয় আমরা সত্যি সত্যিই জাত ভেঙেছি। আমার বাড়ি আজ সত্যি সত্যিই inter-caste বাড়ি হয়েছে তাই, আমরা আজ খুব খুশি। জামাকাপড় ছাড়বার কোন প্রয়োজন নেই – আজ আমিই নতুন হয়ে উঠেছি। (অরুণকে) My friend, do you smoke ? আমি নিজে খাই না, কিন্তু বললে খেতেও পারি এই তো পরশুদিন – অনু বিদেশ থেকে ফিরল – কোন ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসের জন্য গিয়েছিল। সে কয়েকটা packet এনে দিয়েছে। বলল, যাকে দিতে চাও দিয়ে দিও। (সেবাকে) কোথায় রেখেছ ওগুলো ? আনো, নিয়ে এসো – (সেবা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভিতরে যায়, নাথ জয়প্রকাশকে বলেন) তুমি দাঁড়িয়ে কেন ? ব'সো, তোমরাই তো গল্প করবে। সমবয়সী তোমরা। আমি শুধু শুধুই মাঝখানে—(সেবা সিগ্রেটের প্যাকেট এনে রাখে) মাত্র একটা, বাকী সব রেখেই বা কী করবে ? নাকি খেয়েছে কেউ ? (জয়প্রকাশের দিকে দুষ্টুমির দৃষ্টিতে তাকান)

জয়প্রকাশ। (গম্ভীরভাবে) জানি না।

নাথ। আমিও জানি না, তার মানে নিশ্চয়ই জ্যোতি বা সেবা খেয়ে ফেলেছে!

সেবা। ছিঃ!

নাথ। তাতে খারাপ কী? এই পরশু কোথায় যেন পড়লাম যে নর্তকী সোনাল মানসিং নাকি সীগার খায়! ভেবে দেখো অরুণ, যে, একজন কোমল কমনীয় কটির সুন্দরী ভারতীয় নর্তকী চার্চিলের মতো ঙ'াটে মুখে চুরুট ধরিয়ে সেটাকে ঠোঁটে কামড়ে নিয়ে বলছে—I like cigars! হু'! So what? আরে বাবা, আমাদের যুগে আমরা এসব স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না। আমি ছেলে, তাও যদি আমার মুখে সিগ্রেট দেখা যেত, তাহলে আমার বাবা বলতেন–কী? You like cigars? Get out: আগে বাড়ি থেকে বেরোও। আর আজকে এই সোনাল মানসিং খোলাখুলি সাক্ষাৎকারে বলছে, I like cigars। (খুব নিচু স্বরে) বলে and a good – you know what? (চোখ টিপে জোরে হাসেন) সময়টা কিন্তু সত্যি খুবই পাল্টে গেছে। (অরুণকে) তোমায় বলছি, আজকাল যখন একা থাকি তখন মনে হয় যেন সবই স্বপ্ন। সমস্ত ওলট-পালোট দেখতে পাই। তোমরা দলিতরাও যে এমনভাবে আস্তিন গুটিয়ে দাঁড়াবে কে জানত? (জ্যোতিকে ডেকে) জ্যোতি, কিছু খাবারটাবার আনবে ত? খিদে পেয়েছে যে! (অরুণকে) আমাদের কংগ্রেসওয়ালা বন্ধুদের মতো আমারও পেটের খিদে বিরাট। কিন্তু আমরা শুধুই ভাত খাই– (অরুণের হাতে হাত মেলাতে চান, অরুণ অনিচ্ছায় তা করে।– জ্যোতি ট্রেতে ক'রে চা ও খাবার আনে, তা দেখে–) Good, good, that's like a good girl! (অরুণকে) নাও, চা আর খাবার বেশীক্ষণ সামনে রাখা উচিত নয়। নাও সঙ্কোচ ক'রোনা। (নিজে কাপ তুলে অরুণের হাতে দেন, নিজেও নেন। সবাইকে বলেন–) তাড়াতাড়ি নাও নইলে শেষ হয়ে যাবে। (খেতে খেতে) আজ আমি সত্যিই খুব খুশি। (অরুণের উরুতে চাপড় দিয়ে) Thank you Arun, thank you for giving us the pleasure। (জ্যোতিকে) সত্যি কথা বলতে ধন্যবাদ তোমারও প্রাপ্য। কিন্তু তুমি তো ঘরেরই মেয়ে। (সবার গাম্ভীর্য হঠাৎ লক্ষ ক'রে) আমি একাই ব'কে যাচ্ছি। এখন আমার স্বরযন্ত্র-টাকে একটু বিশ্রাম দিই। (চুপ করেন, কেউই কথা বলে না – tension)

অরুণ। (উঠতে উঠতে) আমি চলি।

নাথ। (অবাক হয়ে) চললে? এখনই?

অরুণ। একটু কাজ আছে। (জ্যোতিকে) আমি চলি জ্যোতি। (মন স্থির ক'রে দরজার দিকে এগোয়, জ্যোতি তার পিছনে যায়)

অরুণ। (দরজা খোলে) আচ্ছা।

[বাইরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়, কিছুক্ষণ বিস্ফোরক স্তব্ধতা]

নাথ। (বিরক্ত হয়ে) এমন সময় তোমরা সবাই এত গম্ভীর হয়ে যাও কেন সেটাই আমি বুঝতে পারি না। ও কী ভাববে?

সেবা। কিছু ভাবেনি।

নাথ। This is not correct। সে ছেলেটা প্রথমবার বাড়িতে এসেছে। জ্যোতি ওকে এনেছে–

জয়প্রকাশ। তাই তো আমরা তাকে সহ্য করেছি।

নাথ। (স-রাগে) সে কী? সহ্য করার প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে?

সেবা। তুমি কিচ্ছু জানো না।

নাথ। কী জানি না? ভালো সাহসী ছেলে—

জয়প্রকাশ। তুমি জানো না, ভাই।

নাথ। (বিরক্ত হয়ে) জানি না, জানি না, তোমরা এমন কী জানো যা আমি জানি না! বলোই না!

সেবা। আমাদের বাড়িতে ঐ ছেলেটা খাপ খাবেনা।

নাথ। (তীব্রভাবে) কেন? দলিত বলে?

সেবা। (তীব্রভাবে) তুমি ভাব যে একমাত্র তোমারই দৃষ্টিভঙ্গিটা খুব উদার। কিন্তু আমরাও জাতপাত ছাড়া ভাবতে পারি।

নাথ। তাহলে ও কেন আমাদের বাড়িতে খাপ খাবে না?

সেবা। ওর সংস্কৃতি নেই–

নাথ। (আবেগের সঙ্গে) What do you mean by that? সংস্কৃতি কী তোমাদের পূর্বপুরুষদের estate? ভালো ছেলে–well behaved, সংস্কৃতি ছাড়া এসব হয়?

জয়প্রকাশ। ভাই তুমি সবকিছু জানো না।

নাথ। আবার সেই এক কথা! কী জানি না আমি?

সেবা। দেখো, তোমার সামনে ও ভালোই ছিল। কিন্তু তুমি আসার আগে আমরা যা দেখেছি তা একেবারেই ঠিক ছিল না।

নাথ। কী দেখেছ? এটা নিশ্চয়ই তোমার সংস্কারের দোষ–

জয়প্রকাশ। ভাই, মায়ের উপরে অযথা দোষ চাপাবেন না। আমিও যা দেখেছি, শুনেছি, তা ঠিক নয়, এটুকু বলতে পারি। তুমি হয়ত বলবে এটা আমারও অভ্যাসের দোষ। বলো, কিন্তু আমার ওকে একদম ভালো লাগেনি। I can't tolerate him। (জ্যোতিকে)

Sorry জ্যোতি। (নাথকে) কিন্তু তোমরা কেউ না-থাকলে হয় আমি বাইরে চ'লে যেতাম, নতুবা ওকে বাইরে যেতে বলতাম।

নাথ। (ব্যাপারটা জানার জন্য অস্থির হয়ে) সবকিছু বলো আমায়। এমন খাপছাড়াভাবে ব'লো না।

জয়প্রকাশ। মাকে ও শুঁড়িখানার কথা শোনাচ্ছিল।

নাথ। তাতে হয়েছেটা কী? তোমার মা কি মোরারজী ভাই নাকি, যে শুঁড়িখানার কথা শুনতে পারেন না।

সেবা। ও আমায় কী বলছিল তুমি শুনতে চাও? নিজের স্ত্রীকে নিয়ে শুঁড়িখানা চালাবার কথা বলছিল! বলছিল যে ছেলেপিলেরা গ্লাস ধোওয়ার কাজে লাগবে, আর খদ্দেরদের পানটান এনে দেবে।

নাথ। (হতভম্ব হয়েও নিজেকে সামলে নিয়ে) তাহলে খোলাখুলি ঠাট্টা করছিল আর কী –

জয়প্রকাশ। তুমি নিজে শুনলেই ভালো হ'ত। ঔদ্ধত্যের কোনই সীমা ছিল না তার –

নাথ। তোমরা হয়ত তেমন ভেবেছ। মিথ্যে পাশ্চাত্য বিনয়ের অভ্যেস হয়ে গেছে যে আমাদের। সোজা, সরল কথা সহ্যই করতে পারি না।

জয়প্রকাশ। আচ্ছা, আমার এবং মার কথাটা ছেড়ে দাও। জ্যোতিকে কী বলেছে শুনবে? জ্যোতি যখন ওর হয়ে কথা বলতে যাচ্ছিল তখন বলল (একটু থেমে), মাথামুণ্ডু কিস্সু জানো না তুমি, চুপ করো। এই বাড়িতে, এই বাড়ির মেয়ের সঙ্গে এমন ভাষা ব্যবহার! তাও মার সামনে!

নাথ। (একটু ইতস্ততঃ বোধ করেন) আরে বাবা, ওর ভাষা বিচার করতে যেও না –

সেবা। জ্যোতি, আমি যখন এলাম তখন তোমাদের কী হচ্ছিল?

জ্যোতি। (চমকে) কী?

জয়প্রকাশ। আমি এসে ওর চোখে জল দেখলাম। আর ও হাততালি দিয়ে বলছিল, "একটা বামনী ফেঁসেছে"। নিশ্চয়ই জ্যোতি কাঁদছিল, বল্ জ্যোতি, কাঁদছিলি ত?

[জ্যোতি ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলে]

জ্যোতি। কিন্তু তোমরা যতটা ভাবছ তেমন কিছু নয় –

সেবা। আমি যখন এলাম তখন ডানহাতে ফুঁ দিচ্ছিলে কেন?

জ্যোতি। (একটু সময় নিয়ে) ও আমার হাত মুচড়ে দিয়েছিল। (সেবা বিজয়ীর মতো নাথের দিকে তাকান) কিন্তু ওটাও তোমরা যা ভাবছ তেমন কিছু নয় –

সেবা। তাহলে কি এমনি এমনি মজা ক'রে হাত মুচকে দিল সে?

জ্যোতি। না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ও মনে দুঃখও পেয়েছে। Sorry বলেছে।

জয়প্রকাশ। (তাচ্ছিল্য ক'রে) Sorry বলেছে! কে বলবে এর সংস্কৃতি নেই। সংস্কৃতিকে সুবিধে মতো নিজের ক'রে নিতে পারে এরা।

নাথ। (গম্ভীর) দেখো, এত সহজে তাকে বোঝা যাবে না। ও তো যে কোন একটা মধ্যবিত্ত লোক নয়—

সেবা। আহা! যেন আমরা কোনদিন মধ্যবিত্ত ছাড়া কোন লোক দেখিই নি!

নাথ। ও যে শুধু মধ্যবিত্ত নয়, তাই না। ও দলিত। ওরা অত্যন্ত দারিদ্র্য অবহেলায় মানুষ হয়। ওদের মনস্তত্ত্ব আলাদা। ওদেরকে ভালভাবে বুঝতে হবে, কাজটা মোটেই সহজ নয়।

সেবা। এ বিষয়ে যদি তুমি কোন আলোচনাচক্র চালাও তবে সেটা আমি attend করতে পারি, কিন্তু আমার জ্যোতির বর হিসেবে আমি তাকে গ্রহণ করতে পারি না। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

নাথ। দেখ সেবা, সমাজে পরিবর্তন ঘটুক, একথা তো শুধু মুখে বললে তা ঘটে যায় না, তার জন্য নিজেকে এগিয়ে আসতে হয়। আমাদের পুরনো সমাজ-প্রবর্তকরা শুধু ব'লে বা লিখে বিধবা-বিবাহের ঘোষণা করেননি। তাদের মধ্যে অনেকে নিজে বিধবা-বিবাহ করেছেন। ওঁরা যখন তা করেছেন তখন ত সেটা একরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারই ছিল। বেশ কঠিন। কিন্তু তবুও ওঁরা করেছেন।

সেবা। তার মানে আমার মেয়ের জীবন সামাজিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে সঁপে দেব বলতে চাও? তুমি যদি তা পার তাহলে আমার কিছুই বলার নেই। কিন্তু আমি তা পারব না। আমি তার মা। আর আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করো তাহলে আমি হলফ ক'রে বলতে পারি যে ঐ ছেলেটার সঙ্গে জ্যোতির জীবন সুখে কাটবে না। এ ব্যাপারে আমার মনে কোন সংশয় নেই।

নাথ। ও এখানে ছিলই বা কতক্ষণ? তোমাদের আলাপই বা কতক্ষণের? এরই মধ্যে তুমি ওর ব্যাপারে final judgement দিয়ে খালাস। এটা বড় তাড়াহুড়ো হচ্ছে সেবা—

সেবা। হোক্, জ্যোতির এ বিয়েতে আমার মত নেই।

[স্তব্ধতা, tension]

নাথ। [জয়প্রকাশকে] আর তুমি? তোমারও কী এই মত, প্রকাশ।

[জয়প্রকাশ ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলে]

নাথ। জ্যোতি, এ ব্যাপারে এখন তোমারই কিছু বলা উচিত। যতই হোক্, আমরা দূরের লোক। ওকে মাত্র ঘণ্টাখানেক দেখেছি। তোমার কী মনে হয় ? ছেলেটা কেমন ? আচ্ছা তোমার ওর সঙ্গে বিয়ে হবে – এ ব্যাপারটা এখন কিছুক্ষণ দূরে থাক। তুমি ভেবেচিন্তে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করো। তাতে আমাদেরও ভাবতে সুবিধা হবে।

জ্যোতি। (আড়ষ্ট, মনে মনে ভেবে) আমি তো আগেই বলেছি যে ওর ব্যাপারে আমি বিশেষ কিছুই জানি না। আমি ওকে যতটা বুঝেছি, সে ওর কবিতা প'ড়ে। আর ও-ই নিজে বিয়ের কথা তুলল, আর আমি হ্যাঁ ব'লে দিলাম। তারপর থেকেই আমি ওকে একটু একটু চিনতে পারছি। চিনতে পারছি না-ব'লে বলা ভালো যে ওর ব্যাপারে কিছু কিছু জানতে পারছি। কিন্তু ও মাঝে মাঝে এমন ব্যবহার করে যে মনে হয়, ও এখনো বেশ অচেনা, অজানা আমার কাছে। একেক সময় ওকে আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু পর-মুহূর্তেই অনেক দূরের লোক ব'লে মনে হয়। তখন মনে হয় যা করছি তা কি ঠিক ? আমার কেমন ভয় করে। কিন্তু বাবা, আমার মন বলে যে, ওর মনটা খারাপ নয়। ও নিষ্ঠুর, ক্রূর নয়। ওর মন অসম্ভব জট পাকানো। আর সেই জটটাই আমাকে বুঝতে হবে। জট দেখে পালানো ঠিক নয়। একবার বুঝতে পারলে হয়ত জটটা আমি ছাড়াতে পারব। আর যদি না-পারি, অন্তত তা দেখে ভয় পাব না।

নাথ। ওকে বিয়েতে সম্মতি দিয়ে ভুল করেছ ব'লে তোমার মনে হয় জ্যোতি ?

জ্যোতি। (একটু থেমে) কখনো কখনো হয়। কিন্তু ভুল, ঠিক – এসব ভেবে এখন কী হবে বাবা ? একবার যখন আমি সম্মতি দিয়েছি, আর আমি পালাতে পারব না।

সেবা। কেন না ? যে কোন দুর্বল মুহূর্তে দেওয়া কথার আবার নতুন ক'রে বিচার করা যেতেই পারে –। তুমি যদি সেটাতে অস্বস্তি বোধ করো আমরা তোমার হয়ে তাকে জানাতে পারি –

জ্যোতি। আমি তা চাই না। আমি ওকেই বিয়ে করব।

জয়প্রকাশ। মায়ের মত না-পেলেও ?

নাথ। দাঁড়াও প্রকাশ, ওর মনে চাপ দিও না। ওর সিদ্ধান্ত ওকেই ভেবে চিন্তে নিতে দাও।

জয়প্রকাশ। ও ত নিজেই বলল যে, এ ব্যাপারে কিছুই ভাবেনি।

নাথ। ও এ-কথা বলেছে তার মানেই হ'লো এখন ও বেশ সতর্ক। এখন

ও ভাবছে। দরকার হ'লে নিজের সিদ্ধান্ত পাল্টাতেও পারে—

জ্যোতি। আমি পাল্টাতে চাই না বাবা।

সেবা। জ্যোতি, হঠাৎ আবেগের বশে নিজের জীবনে দুঃখ ডেকে এনো না। আমি বলছি—

জ্যোতি। আমার সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন হবে না।

নাথ। তুমি জেদ ক'রে একথা বলছ না তো ?

জ্যোতি। না।

সেবা। এর পরিণাম কী হ'তে পারে তুমি জান ?

জ্যোতি। হ্যাঁ।

নাথ। বেশ। ও নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর পরে আর আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব না। নিজেদের মতভেদ ভুলে জ্যোতির পিছনে দাঁড়াতে হবে। আমরা আন্তরিকভাবে ওকে সাহায্য করব। কী, প্রকাশ ?

জয়প্রকাশ। (অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলে) হ্যাঁ আমি চেষ্টা করব—

নাথ। চেষ্টা নয়, সাহায্য করতে হবে। আমাদের বাড়িতে আমরা সত্যি-কারের গণতান্ত্রিক ব্যবহার করি, সেটাই চালিয়ে যেতে হবে। মতে অমিল থাকলে তা স্পষ্ট ভাবে বলবে, কিন্তু যার সিদ্ধান্ত তাকেই নেওয়ার স্বাধীনতা দেবে। সবাই তাকে support করবে।

সেবা। সে মানুষ যদি ভুল পথে যেতে চায়, তবুও ?

নাথ। হ্যাঁ তবুও। আমরা সব কিছু বুঝিয়ে দেওয়ার পরেও যদি ও নিজের মতে কোন সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে সবাইকে সেটা মানতে হবে।

সেবা। আমি তা পারব না। তোমার গণতন্ত্র তুমি সামলাও। আমার মনে হয়, জ্যোতি বিচার না-ক'রে ভুল পথে যাচ্ছে। ওর মা হয়ে আমি তা মানতে রাজী নই। বাড়ি মানে তোমার দলীয় অফিস নাকি, যে এখানেও ওখানকার সমস্ত নিয়ম চাপিয়ে যাবে ?

নাথ। তাহ'লে তুমি করবেটা কী ?

সেবা। প্রতিবাদ—এ বিয়েতে। তোমার ভাষায় বলতে গেলে দলের শৃঙ্খলা ভেঙে বিদ্রোহ করব। নাথ, তুমিও কী জ্যোতির সিদ্ধান্ত ঠিক ব'লে মনে করছ ? বাপ হিসেবে নিজের সদ্‌সদ্‌ বিবেকটাকে একটু সজাগ রেখে কথা বলো। শুধু শুধু গোলমাল পাকিয়ো না।

জয়প্রকাশ। মা ঠিকই বলছেন বাবা। আচ্ছা, তোমার নিজের মত কি ?

নাথ। আমি জ্যোতির পক্ষে। ও ছেলেটা যে পরিবেশ থেকে এসেছে, সেই পরিবেশই ওর স্বভাবে অনেকগুলো গিঁট পাকিয়ে দিয়েছে—এটা খুবই স্বাভাবিক। ওগুলো না-থাকলেই বরং আশ্চর্য হতাম। He

may not be a gentleman, but he is also not a scoundrel, মানুষ হিসেবে ও যথেষ্ট potential—বুদ্ধিমান, সাহসী এবং প্রতিভাবান ছেলে। সব রকম পরিস্থিতির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ও যে এতদূর এসে পৌঁছেছে, এটাও সহজ ব্যাপার নয়। এর জন্য প্রচুর চেষ্টা ও সাধনার প্রয়োজন। তোমরা কল্পনাই করতে পারবে না, এই সমাজের ছেলেদের এগিয়ে আসার জন্য কত কী করতে হয়! আমার মনে হয়, ছেলেটি খাঁটি সোনা। তাকে শুদ্ধ ক'রে পরিণত ক'রে তুলতে হবে। এটাই হচ্ছে সময়ের ডাক। এ কাজ জ্যোতির মতো মেয়েরা করবে না তো কে করবে? কাজটা কঠিন দেখে ছেড়ে দিলেই চলবে কি? তার ওপর ও কথা দিয়েছে। সেটাও একটু ভেবে দেখো। আমাদের সমাজের নীচুস্তরের এইসব মানুষের সঙ্গে আমরা অনেক বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে এসেছি, এখনও করছি। সেদিক থেকে আমরা অপরাধী। এখন জ্যোতিও যদি কথা ঘুরিয়ে নিজের দায়িত্ব কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে চায় তাহলে মস্ত বড়ো বিশ্বাসঘাতকতা হবে। Challenge ছেড়ে ময়দান থেকে পালানো কি ভালো? আর আমার মেয়ে যদি তা করে তাহলে আমার কাছে সেটা অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার হবে। (জ্যোতির দিকে এগিয়ে যান, শান্তভাবে বলেন) I am with you, জ্যোতি। তুমি যা করতে যাচ্ছ, তা ঠিক কী বেঠিক জানি না। কিন্তু সেটা সভ্যতার এবং মনুষ্যত্বের কাজ ব'লে আমার মনে হয়। তাই আমি তোমার সঙ্গী। Go ahead my child - কী হয় দেখি!

[পর্দা পড়ে]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[প্রথম অঙ্কের সেই বসার ঘর। মাঝখানে কয়েকদিন কেটে গেছে। বেল বাজে। সেবা ভিতর থেকে এসে খোলেন। জ্যোতি অফিস থেকে ফিরেছে, ওকে এখন সামান্য রোগা, বয়স্ক ও ক্লান্ত দেখাচ্ছে। গলায় একটা সাধারণ মঙ্গলসূত্র। ভেতরে আসে। সেবার দিকে তাকায়। ভেতর দিকে চলতে থাকে]

সেবা। রাত্রে কোথায় ছিলে জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

জ্যোতি। দীননাথের ঘরে ছিলাম। ওখানে আমাদের এত দেরী হ'লো যে শুয়ে পড়লাম।

সেবা। (রাগ চেপে) Phone করে অন্তত 'ফিরব না' এটুকু জানাতে পারনি ?

জ্যোতি। ওখানে phone ছিল না।

সেবা। আশে-পাশে কোন হোটেলে তো ছিল। আমরা এদিকে সারারাত জেগে –

জ্যোতি। (ক্লান্ত স্বরে) আমি বলেছি তো তোমাদের –

সেবা। (মনের ভারসাম্য হারিয়ে) বলেছ ! বলেছ ! অপেক্ষা ক'রো না। এলে আসব, নাহলে আসব না ! এটা একটা বাড়ি জ্যোতি ! হোটেল নয়।

[জ্যোতি কিছু না-ব'লে ভেতরে যেতে চায়]

এটা চলবে না। বাড়ির একজন হিসেবে তোমার কী কোনই দায়িত্ব নেই ? বিয়ে হওয়ার পর থেকে দেখছি, এসব কী আরম্ভ করেছ তুমি ? রাত্রে না-হয় phone কোথাও পাওনি, সারাটা দিনেও তো করতে পারতে ?

জ্যোতি। অফিসের কাজে সময় পাইনি। সত্যিই সময় পাইনি।

সেবা। বাড়িতে যদি বাড়ির লোকের মতো না-থাকতে পার তাহলে অন্য কোথাও নিজের ব্যবস্থা করো।

[জ্যোতি সেবার দিকে দেখে, ভেতরে যাবার জন্য পা বাড়ায়]

আচ্ছা, আমাকে কষ্ট দেবে দাও। কিন্তু তোমার কোন খবর না-পেলে নাথ সারারাত ঘুমোয় না। রাত দুটো অবধি ভাবতে থাকে। ও তো তোমার বিয়েতে মত দিয়েছিল ? নিজের বিয়েতেও এত লাফায়নি, যেমন লাফাচ্ছিল তোমার বিয়েতে।

জ্যোতি। আচ্ছা, এরপর আর এমন করব না।

[পাশ কাটিয়ে যেতে গেল]

সেবা। এসব কথার কি কোন মানে হয়? করব না ব'লে আবার সেই কাজ করবে!

জ্যোতি। দেখো মা, সমস্ত ব্যাপারটা আমার হাতের মুঠোয় থাকলে এমন হ'তো না—

সেবা। এইসব কথা ব'লে কি তুমি সমস্ত ব্যাপারটা গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারবে মনে করেছ? তোমার ইচ্ছে মতো তুমি বিয়েটা ঠিক করেছ, এবং সংসারও করছ।

জ্যোতি। আবার সেই এক বিষয় কেন মা? **Please**—

সেবা। তোমার বিয়ের পর থেকে এ বাড়ির বাঁধন কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে। তুমি কি সেই আগেকার মেয়ে রয়েছ? যেন পরের মতো কেবল একটা আশ্রয়ের সুবিধা পাওয়ার জন্য এখানে থাক তুমি। কোন কাজে সাহায্য করো না, কোন ব্যাপারে তোমার উপরে নির্ভরও করা যায় না। নিজের তালেই থাক। বেরিয়ে গেলে কবে যে ফিরবে কিছুই ঠিক নেই। ফিরলেও এমন অতিথির মতো—

জ্যোতি। আমি বলেছি ত—sorry।

সেবা। এসব আমি একেবারেই পছন্দ করি না ব'লে রাখছি।

জ্যোতি। তাহলে কী করতে বলছ? বাড়ি ছেড়ে চ'লে যাব?

সেবা। আবার আমার মুখের উপর কথা! এটা তোমার দোষ নয় জ্যোতি, কার—সেটা আমি ভালোভাবেই জানি।

জ্যোতি। আসলে এটা কোন দোষই নয়। থাকলে সেটা আমারই—

সেবা। (হঠাৎ বিহ্বল হয়ে) কেমন ছিলি তুই জ্যোতি, আর কী হয়ে গেছিস? আমার কথা না হয় ছেড়ে দে। কিন্তু ও যে বড্ড কষ্ট পায়! (আবেগ চাপবার চেষ্টা করে। জ্যোতি কী বলবে ভেবে পায় না, চুপ ক'রে থাকে। ভিতর থেকে জয়প্রকাশ প্রবেশ করে) আজকাল কোন কিছুতেই মন দিতে পারে না ও। সব সময় ভাবে।

জ্যোতি। (শান্তভাবে) এবার আমি যাব ভিতরে?

সেবা। যেখানে ইচ্ছে যাও! তোমাকে কে আটকাবে।

[জ্যোতি চ'লে যায়, সেবা চিন্তিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন]

জয়প্রকাশ। মা, আর কতদিন তোমরা—তুমি ও বাবা, এমনভাবে নিজেদের কষ্ট দেবে?

সেবা। দিই না, কষ্ট হয়।

জয়প্রকাশ। এবার বুঝে গেছ তো যে এসব এমনিই চলবে, ব্যাস—

সেবা। বলা খুবই সহজ।

জয়প্রকাশ। এখন ভাই কেন অশান্তিতে ভোগেন বুঝতে পারি না। নিজেই

এ বিয়েতে মত দিলেন, শুধু তাই নয় নিজেই এগিয়ে গেলেন বিয়ের সমস্ত ব্যাপারে।

সেবা। তোমার একটা মেয়ে হলে, সে বড়ো হলে তুমিও বুঝবে।

জয়প্রকাশ। কিন্তু জ্যোতির তো দেখছি কোন অভিযোগই নেই, তোমরা কেন শুধু শুধু নিজেকে কষ্ট দাও।

সেবা। বললাম তো, এখন তুমি তা বুঝবে না। (একটু থেমে) কেমন ছিল এ বাড়ি, বাড়ির পরিবেশ!

জয়প্রকাশ। সেটা কী চিরকাল তেমনিই থাকবে নাকি? সবকিছুই পালটায়। পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে যারা মানিয়ে নিতে পারে তারাই টেঁকে,—এটা তো জীবশাস্ত্রের নিয়ম।

সেবা। আমাদের যাঁরা শিখিয়েছেন, আমাদের গুরুরা পরিস্থিতির সঙ্গে পাল্টাতে শেখাননি আমাদের। উনি বলতেন পরিস্থিতি পাল্টানো যেতে পারে। আমরাও সেই গর্বে বেঁচে থাকলাম যে পরিস্থিতিকে পাল্টানো যায়।

জয়প্রকাশ। সেটাই তোমাদের দুঃখের মূল কথা। পরিস্থিতি নিজের নিয়মে চলে, নিজের নিয়মে পাল্টায়, সে কারোর অপেক্ষায় থাকে না।

সেবা। ঠিকই এখন বুঝতে পারছি, কিন্তু মানতে পারলে তো?

জয়প্রকাশ। জ্যোতি নিজের খুশি মতো, স্বেচ্ছায় একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এখন যা হবে সেটা তার পাওনা, ও নিজে বুঝবে। কাল যদি আমি নিজে কোন সিদ্ধান্ত নিই, তার পরিণাম যা হবে তা আমারই প্রাপ্য। তার সঙ্গে তোমাদের সম্পর্কই বা কী? নিজেদের কেন এত কষ্ট দাও? আমার মতে তোমরা আমাদের খাইয়ে পরিয়ে মানুষ ক'রে তুলেছ এটাই যথেষ্ট, এখন আমাদের ব্যাপার আমাদের উপর ছেড়ে দাও।

সেবা। তবু কষ্ট হয়।

[বেল বাজে। জয়প্রকাশ গিয়ে দরজা খোলে। নাথের প্রবেশ—ক্লান্ত, জয়প্রকাশ ওঁর হাত থেকে ছোট suitcase নেয়]

নাথ। (হাতের ফাইলগুলো টেবিলে রেখে) Well-well-well! কী কথা হচ্ছিল? How is everybody?

জয়প্রকাশ। Fine!

নাথ। আজ সারাদিন যা ধকল গেল—very hectic day. House-এ পরপর এত আপত্তিকর points উঠছিল—একজন walkout করলেন। মাঝে আধঘণ্টা চেঁচামেচি আর desk বাজানোর programme চলল। তার ওপর আবার কয়েকজন নিজেদের কাজ ও অভিযোগ নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতেএলেন—কোনরকমে চারটের

সময় taxi ধরে বেরিয়ে পড়লাম।

সেবা। আর তার ওপর কাল রাত্রে তুমি একেবারেই ঘুমোওনি। ভোর-বেলা উঠে 'ডেকান' ধরতে গেছ। আজ বম্বেতে থাকাই উচিত ছিল তোমার। একটু বিশ্রাম হ'তো।

নাথ। Thats all right – আগামীকাল তো ছুটিই আছে। এমনিতে দুপুরবেলায় কারোর লম্বা চওড়া বক্তৃতার সময় সেশনের মাঝখানেও একটু ঝিমনো যায়। আজ তাও হয়নি। প্রকাশবাবু, এক কাপ গরম গরম চা হবে? (সেবাকে) জ্যোতি ফিরেছে?

সেবা। এই একটু আগেই ফিরল।

[নাথ হঠাৎ একটু relaxed হন। জয়প্রকাশ ভিতরে যায়]

নাথ। কেমন আছে সে? ভালো তো? বিশেষ কিছু হয়নি তো?

সেবা। আমি জিজ্ঞাসা করায় বলল যে রাত্তিরে এক বন্ধুর বাড়িতে দেরী হ'লো দেখে ওখানেই শুয়ে পড়েছিল। সেই একই উত্তর। আমরা ভেবেছি শুনে বললে, ভেবো না। আচ্ছা রাতে না-হয় ছেড়ে দিলাম। সকালেও তো বাড়িতে ফিরতে পারত? তাও না – পারলে সমস্ত দিনের মধ্যে অন্তত একটা ফোন – অফিসে তো ফোন ছিল!

নাথ। সময় পাইনি হয়ত কাজের মধ্যে –

সেবা। আমরা যে ভেবে ভেবে মরে যাচ্ছি তার কিছুই না? কী রকম মানসিক অবস্থায় আজ বম্বেতে গেছ তুমি? আর ও একটা ফোন করারও সময় পায় না?

নাথ। দেখো, জ্যোতি এমনিতে ভালো মেয়ে। আমরা কী বলতে চাই, সবটা কি ও বোঝে না? কিন্তু বুঝেও হয়ত সে নিরুপায় – তেমন কোন কারণ নিশ্চয়ই –

সেবা। কারণটা আমি জানি। ওই ছেলেটাই হচ্ছে গোড়ার কারণ।

নাথ। তাহলে এই নতুন পরিস্থিতিই স্বীকার করতে হবে। কারণ আমাদের জ্যোতি তাকে বিয়ে করেছে।

সেবা। তুমি স্বীকার করো। তুমিই বেশি উৎসাহী হয়ে বিয়ে দিয়েছ।

নাথ। আর কী করা যেত?

সেবা। এ বিয়েটা হতে না দেওয়াই উচিত ছিল আমাদের।

নাথ। সেবা, জ্যোতি আইনত প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে। আর এ বিয়েতে ওর মত ছিল। আমরা বিয়েটা না-দিলে কি ও তা করত না? এতে আমাদের মতের কোন প্রশ্নই ছিল না। আমরা কিছুতেই আমাদের মত ওর উপর চাপাতে পারতাম না।

সেবা মেয়ে যদি ইচ্ছে ক'রে কুয়োয় ঝাঁপ দিতে চায়, তাহলে তাই করতে

দেবে ?

নাথ। হ্যাঁ দেব, দেব। এ-ব্যাপারে আমার মনে কোনই সন্দেহ নেই। দেখো, আমি যা ভাবি তা দশবার বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করব, মত পরিবর্তনও করতে চাইব, কিন্তু তার পরেও যদি ও কুয়োয় ঝাঁপ দিতে চায় আমি আটকাব না।

সেবা। নিজের পেটের অবুঝ মেয়েকেও না ?

[জয়প্রকাশ ট্রেতে চা নিয়ে আসে]

নাথ। তোমাকেও না। কিন্তু তোমরা যে আমার, তাই তোমরা দুঃখ পেলে আমি ছটফট তো করবই। ঘরের বাইরের এবং ভিতরের মূল্যবোধ আমার এক। যার চিন্তাশক্তি আছে এমন মানুষের ওপরে আমি কোন-দিন জোর করি না। কোনদিন না। তা ছাড়া জ্যোতির বিচারে আমি কোন ভুল দেখতে পাইনি।

সেবা। তারই ফল পাচ্ছ এখন, সারারাত জেগে !

নাথ। (চা খেতে খেতে) ধরো, ও যদি দলিত ছাড়া আর কাউকে – বা অরুণ ছাড়া অন্য কোন ছেলেকে বিয়ে করত, তাহলে আমাদের রাত জেগে ভাবতে হ'তো না, এটা কি হলফ ক'রে বলতে পার ? প্রত্যেক নতুন সম্পর্কে **problem** তো থাকবেই। আর যেহেতু মেয়ে আমাদের, আমাদের ঘুম ত পালাবেই। যাক্‌গে, প্রকাশ তোমার কলেজ কেমন চলছে ?

জয়প্রকাশ। (নীচুস্বরে) জ্যোতি ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

[ভিতরের দরজার দিকে নির্দেশ করে]

নাথ। কে ? জ্যোতি, (উঠে ওদিকে গিয়ে দেখেন) কী হচ্ছে কি ? স্বামী-স্ত্রীর গোপন কথা লুকিয়ে লুকিয়ে শোনা হচ্ছে ! মার দেব, মার ! (ওকে ধ'রে এনে জোর ক'রে নিজের কাছে বসান) ব'সো এখানে। আরে, সোজা বেরিয়ে আসবে তো। দরজার আড়াল থেকে শুনছিলে কেন ? নাও, এই চা নাও, আমি এঁটো করিনি।

জ্যোতি। না, তুমি নাও।

নাথ। নাও, মা, নাও। আমি তো **Council hall**-এ কতবার খাই। আচ্ছা অর্ধেকটা নাও। (ওকে কিছুটা চা দিতে দিতে জ্যোতির হাতের দিকে চোখ পড়ে, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যান) হাতে কি হ'লো তোমার ?

[জ্যোতি তাড়াহুড়ো ক'রে হাত ঢেকে নেয়]

জ্যোতি। কিছু না। চা খাও-না তুমি। (তার চোখ হঠাৎ জলে ভ'রে আসে। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়, তবুও আবেগ চেপে) **Please** ভাই –

[কিছুক্ষণ স্তব্ধতা, জ্যোতি চট্ ক'রে উঠে ভেতরে যেতে চায়]

নাথ। দাঁড়াও জ্যোতি, যেও না। (জ্যোতি দাঁড়ায়। নাথের দিকে পিঠ ক'রে) এগিয়ে এসো। আমরা সবাই একসঙ্গে ব'সে আছি, এখান থেকে তোমার এমন কাঁদতে কাঁদতে চ'লে যাওয়া আমার ভালো লাগে না। এ রকম কোনদিন হয়নি। (জ্যোতি ঐ ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে। আবেগ চাপবার চেষ্টা করে) ঠিক আছে। আমরা না-হয় এ-বিষয়ে কথা বলব না। কিন্তু এমনভাবে উঠে চ'লে যেও না। (জ্যোতি যেখানে যেমনভাবে দাঁড়িয়েছিল সেইভাবেই ব'সে পড়ে, কিছুক্ষণ স্তব্ধতা, নাথ উঠে পায়চারি করতে থাকেন, তারপর ভেবে বলেন) জ্যোতি, এবার আমি তোমাকে একটু অন্য কথা বলতে চাই। কথাটা শুনে তুমি ভাবো, অরুণের সঙ্গে কথা বলো। আর তারপর কী হয়, সেটা আমাকে ব'লো। কোন তাড়া নেই, you can take your time। (সেবা এবং জয়প্রকাশের দিকে তাকিয়ে) আমরা সবাই এক সঙ্গে আছি এটা ভালোই। আমি যে এসব এক্ষুনি ভেবে বলছি, তা নয়। গত কয়েকদিন ধ'রেই মনে মনে এ-কথাটা বলব ভাবছি। গতকাল রাত্তিরে final করলাম যে বলবই। তাইতো আজ যেমন করে হোক বম্বে থেকে ফিরেছি। জ্যোতি, আমার মনে হয় এখন থেকে তোমরা দুজনেই এ বাড়িতে থাক—(এ-কথা শুনেই সেবা কিছু বলতে চায়, তাকে থামিয়ে—) Wait, wait—আমার কথা শেষ হয়নি এখনো—পরে প্রত্যেকের মত শোনা হবে। আমি এটা কেন ভেবেছি বলি। আমাদের জ্যোতির বিয়ে হ'লো, কিন্তু অরুণ যে single room পাবে ভেবেছিল সেটা পায়নি, অনুমান তো ভুল প্রমাণিত হয় কখনো কখনো। তাই ওরা ঠিক করল যে অন্য কোন ব্যবস্থা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত জ্যোতি বাপের বাড়িতে থাক, আর অরুণ জায়গা খুঁজুক। কিন্তু আজকাল পুনা শহরে মস্তবড় পুঁজি ছাড়া জায়গা পাওয়া মহা মুশকিল। এতে অনেক সময়ও লাগতে পারে। বিয়ে হওয়ার পরে এরকম দু'জায়গায় থাকা, বিশেষ-ভাবে অরুণ আজ এই বন্ধুর ঘরে, কাল ওই বন্ধুর ঘরে এমনভাবে থাকছে, এটা আমি খুব একটা পছন্দ করি না। তাতে আবার, যখন আমাদের বাড়ি আছে। খুব বড়ো না-হ'লেও একেবারে ছোটও নয়, জ্যোতি তো এখানে থাকতই, আরেকজন সহজেই কুলিয়ে যেতে পারে। ও আমাদের সঙ্গেই থাক। তুমি কী বল সেবা? (সেবা গম্ভীর, ওর এতে একেবারেই সম্মতি নেই। তবুও না বলে না) জয়বাবু তুমি?

জয়প্রকাশ। (অন্যমনস্ক ভাবে সামান্য ঘাড় নেড়ে) হ্যাঁ।

নাথ। তোমার কী মনে হয় জ্যোতি? (জ্যোতি যেখানে ব'সে আছে

সেখানে ব'সেই আবেগের সঙ্গে তিন/চারবার ঘাড় নেড়ে না বলে। এখনো সে সকলের দিকে পিছন ফিরেই ব'সে আছে) কেন তুমি রাজি নও এতে ?

জ্যোতি। (খুব কষ্ট ক'রে) না, একেবারেই না।

নাথ। আমাদের রীতি অনুযায়ী তোমাকে কারণ বলতে হবে।

জ্যোতি। কোন কারণ নেই। কিন্তু আমি রাজী নই।

নাথ। আমরা এরকম আলোচনা করি না জ্যোতি। You have to give your reasons—আমি কেন এসব ভাবি তা আমি বলেছি। তোমার সেটা পছন্দ না-হলে তার কারণ বলতেই হবে।

জ্যোতি। (নিরুপায় হয়ে) ও কোনদিন এখানে আসবে না—এ-বাড়িতে। কারণ—(কথা বলার খুব চেষ্টা করে, কণ্ঠ অবরুদ্ধ) কারণ ওর সঙ্গে—আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। (ঘুরে) ওর কাছে আমি যাব না—কোনদিন না। (সবাই থম্‌কে যায়) সে…সে সব শেষ—

নাথ। না, না, জ্যোতি, এসব তুমি কী বলছ ? Don't tell me—

জ্যোতি। I must tell you ভাই, I must—I am fade up of him—fade up, fade up!

[জ্যোতি ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে, আবার নিজেকে সামলায়]

নাথ। (ওর কাছে গিয়ে) কী হ'লো ? (কাছে বসে, জ্যোতি কোন উত্তর দেয় না) আমাকে বলো। যাই ঘটুক-না কেন, তুমি তো আমাকে সব বলো, বলো!

[সস্নেহে জ্যোতির পিঠে হাত বোলান। জ্যোতি এক ঝট্‌কায় সরিয়ে দেয়]

জ্যোতি। আদর ক'রো না ভাই। আমার কষ্ট হবে। আমি যে আর কাঁদতে চাই না। (কান্নায় গলা ভিজে আসে) কান্নাকাটি না-ক'রে আমাকে সব স্বীকার করতে হবে। অভিযোগও যেন না করি, কারণ যা করেছি সব আমি স্বেচ্ছায় করেছি। তাই সবকিছু এখন আমাকেই সহ্য করতে হবে, একা।

সেবা। জ্যোতি, কী হয়েছে কি ?

জ্যোতি। না, আমি বলব না। তোমরা কেউ জিজ্ঞাসা ক'রো না। (আবেগ চাপে)—

জয়প্রকাশ। ও, আবার মেরেছে তোমাকে ?

জ্যোতি। (চোখ মুছে) ওটা কিছুই না।

নাথ। তাহলে এমন কী হ'লো যে তুমি হঠাৎ এইরকম একটা চরম সিদ্ধান্ত নিচ্ছ ?

জ্যোতি। (উঠে ভিতরে যেতে যেতে) আমি ভিতরে যাই।

[টেলিফোন বেজে ওঠে। জ্যোতির মুখে বিরক্তি]

জ্যোতি। এটা নিশ্চয়ই ওর ফোন।

নাথ। (ফোন তুলে) হ্যালো, আমি নাথ দেবলালকর…আপনি অরুণ আঠোলে?…হ্যাঁ, জ্যোতি তো, আছে। নমস্কার। আমি নাথ বলছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও আছে। দিচ্ছি। একটু ধরুন। (জ্যোতিকে) অরুণ।

[জ্যোতি অত্যন্ত অনিচ্ছায় গিয়ে রিসিভার ধরে]

জ্যোতি। (নির্জীবের মতো) হ্যালো…(শুনতে থাকে। মুখে রাগ। তবে সহ্যশক্তি শেষ হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে ঠোঁট কামড়ায়, অনেকটা শুনে) – Thank you, I say thank you so much।

[দুম ক'রে রিসিভার নামায়]

নাথ। কী বলছিল?

জ্যোতি। ছাই বলছিল!

[নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করে। হন হন ক'রে ভেতরে চলে যায়। কিছুক্ষণ সবাই চুপ]

জয়প্রকাশ। ভালোমতোই অসহ্য হয়ে উঠছে দেখছি লোকটা।

সেবা। কী আর হবে?

জয়প্রকাশ। আগে থেকেই স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল তার। কোথায় সে, আর কোথায় আমাদের জ্যোতি—

সেবা। (নাথকে) আর তুমি ওকে বাড়িতে এনে রাখতে চাচ্ছিলে।

জয়প্রকাশ। হ্যাঁ ভাই, এটা আবার কী আরম্ভ করেছ তুমি? ও আমাদের বাড়িতে…?

নাথ। (চিন্তামগ্ন, অশান্ত) দেখো, আমি ভাবছিলাম যে চোখের আড়ালে সবকিছু ঘটার চেয়ে সামনাসামনি ঘটলে ব্যাপারটা আমাদের আয়ত্তে থাকবে। কিন্তু এই নতুন ডেভলপ্‌মেণ্টটা তো বেশ চিন্তাজনক। (অশান্তভাবে পায়চারি করেন) Something has to be done about it…something.

সেবা। কী করবে তুমি? ওকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলবে?

নাথ। (হঠাৎ মনের ভারসাম্য হারিয়ে) Stop it, I say. Stop it— মেয়েটার জীবনের সমস্যা, আর তোমার ঠাট্টা করতে ইচ্ছে করছে? Nonsense!

[রাগে কাঁপছেন। সেবা, জয়প্রকাশ এই আকস্মিকতায় চুপ]

জয়প্রকাশ। ভাই, মা ঠাট্টা ক'রে বলেনি—

সেবা। ছেড়ে দাও প্রকাশ।

নাথ। (হঠাৎ নিচুস্বরে) I know। আমি হঠাৎই মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলাম। I apologize, ক্ষমা করো সেবা, আমায় ক্ষমা করো।

সেবা। আমি বুঝতে পারছি, তুমি বড্ড বেশি কষ্ট পাচ্ছ এসব ব্যাপারে।

নাথ। (আবেগের সঙ্গে) একটা সুন্দর experiment এমনভাবে ভেঙে যেতে দেওয়া চলে না সেবা। এ এক সুন্দর স্বপ্ন—তাকে এমনভাবে ধুলোয় মিশতে দেওয়া যায় না। কিছু করতে হবে আমাদের। এ বিয়েটাকে বাঁচাতে হবে। শুধু আমাদের জ্যোতির জন্য নয়—এটা শুধু আমাদের মেয়ের জীবনের সমস্যা নয়—সেবা, এর আরো অন্য গুরুত্ব আছে, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ experiment—

সেবা। (শুষ্কভাবে) আমার ভূমিকা আগে থেকেই স্পষ্ট, আসলে এ বিয়েটা কোনদিন বিয়েই ছিল না। কিন্তু তুমি চেয়েছ, তাই আমি তোমার সঙ্গে আছি। কী করতে হবে বলো, আমি করব।

[দরজায় খুব জোরে অনেকক্ষণ ধ'রে bell বাজে। জয়প্রকাশ গিয়ে দরজা খুলে দেয়। অরুণ দাঁড়িয়ে, মদ খেয়ে মাতাল]

অরুণ। (দরজায় দাঁড়িয়েই জয়প্রকাশকে) জ্যোতি, জ্যোতি, আছে তো? কোথায় জ্যোতি, আমি ওর সঙ্গে দেখা করব—

[জয়প্রকাশ নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে]

নাথ। (এগিয়ে গিয়ে) কে? অরুণ? আসুন, ভিতরে আসুন, বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন কেন? আসুন।

অরুণ। থাক্। আমি জ্যোতির সঙ্গে—(চিৎকার ক'রে ডাকে) জ্যোতি! জ্যোতি!

নাথ। (ওকে ধ'রে ভিতরে এনে) আগে ভিতরে আসুন, বসুন, আমি জ্যোতিকে ডেকে দিচ্ছি। ওখান থেকে কেন?

অরুণ। বসার সময় নেই। জ্যোতিকে ডাকুন। আমি ওর সঙ্গে দেখা করব।

নাথ। (জয়প্রকাশকে) যাও, ভিতরে গিয়ে জ্যোতিকে বলো, অরুণ রাও এসেছেন।

[জয়প্রকাশ ভিতরে যায়]

নাথ। (অরুণের দিকে ফিরে) কী খাবেন বলুন। আমি বলছিলাম, এসেছেন যখন আমাদের সঙ্গে খেয়েই যান—

অরুণ। থাক্, আপনাদের মতো লোকের সঙ্গে ব'সে খাওয়ার মতো যোগ্যতা আমার নেই—

নাথ। এ কথা বলছেন কেন? সেবা, একটু খাবার ব্যবস্থা করো।

অরুণ। না, আমি জ্যোতির সঙ্গে দেখা ক'রে তার পায়ে পড়ব। তার কাছে ক্ষমা চাইব। ব্যাস।

[জয়প্রকাশ বেরিয়ে আসে]

জয়প্রকাশ। (অরুণ যাতে শুনতে পায় এমনভাবে নাথকে—) জ্যোতি আসবে না। ও বলছে, যে এসেছে তাকে চ'লে যেতে বলো—

অরুণ। (উঠে) শুনছেন? জ্যোতি আমার সঙ্গে দেখা করবে না। আমার জ্যোতি আমাকে চ'লে যেতে বলছে। ওর কোন দোষ নেই —কোন ভুল নেই - সব আমার দোষ। আমি ঘোর অপরাধী, আমি তার কাছে অপরাধী, এখন যাই করি না কেন, আমার ভুলের কোন মার্জনা নেই। আমি একটা পাজি অসভ্য মানুষ। আমি - আমি ওকে মারি। এই দুটো হাত দিয়ে মারি। জ্যোতিকে খুব মারি আমি। যন্ত্রণা দিই। পশুকেও মানায় না এমন ব্যবহার করি ওর সঙ্গে। ও কোনদিন আমায় ক্ষমা করতে পারবে না - আমি জানি। জ্যোতি, তুমি আমার কপালেই ছিলে না। জ্যোতি, আমার মতো একজন মেথর শেষ পর্যন্ত নোংরা আবর্জনার মধ্যেই পচে মরবে। কিন্তু জ্যোতি, আমি তোমাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। আমার ভালোবাসা মিথ্যে নয় জ্যোতি, সেটা সত্যি। এই হাতে তোমাকে যন্ত্রণা দিয়েছি, এই হাত দুটো আমি কেটে ফেলব! কেটে ফেলতেই হবে!

[প্যাণ্টের পকেট থেকে চাকু বার করে]

নাথ। (চিন্তিত হয়ে) অরুণ রাও, চাকুটা রাখুন তো - এ রকম করবেন না।

অরুণ। না, আর থামা যায় না, হাতদুটো কেটে জ্যোতিকে উৎসর্গ করব। তাতে অন্তত ও বুঝুক যে অরুণের ভালোবাসা সত্যি ছিল।

[সেবা গম্ভীর। জয়প্রকাশ নির্বিকার]

নাথ। প্রকাশ, চাকু -

[জয়প্রকাশ এগিয়ে অরুণের হাত থেকে চাকু কেড়ে নেয়, অরুণ খুব একটা প্রতিবাদ করে না]

অরুণ। না, চাকু নেবেন না - আমায় কাটতে দিন আমার হাত — এইটুকু অন্তত করি আমার জ্যোতির জন্য। (গলা ছেড়ে 'জ্যোতি' ব'লে কাঁদে) আমি নীচ। জ্যোতি, তোমার পায়ের জুতো হওয়ারও যোগ্যতা আমার নেই।

নাথ। (এখন উনিও অরুণের মাতলামির নাটকীয়তা বুঝে গেছেন) অরুণ রাও, শুধু শুধু আশেপাশের লোকজনকে তামাশা দেখিয়ে কোন লাভ নেই। শান্ত হোন। নিজেকে একটু সামলান।

অরুণ। কিন্তু আমার সমস্ত অপরাধের শাস্তি কী ক'রে পাব ভাই!

নাথ। তা ব'লে গলা ছেড়ে কাঁদলে কী হবে? একদম চুপ করুন। কাঁদবেন না। চেঁচাবেন না। আমরা সবাই ভদ্রলোক। আপনারও ভদ্র ব্যবহারই করা উচিত।

অরুণ। আমার জ্যোতি আমাকে ফিরিয়ে দিন—

নাথ। তা পরে দেখব। আগে আপনি শান্ত হোন। (অরুণ শান্ত হয়। নাথ জয়প্রকাশকে বলেন) প্রকাশ, জ্যোতিকে বলো আমি ডাকছি।

সেবা। (জয়প্রকাশকে) দাঁড়াও একটু, (অরুণকে) আচ্ছা আপনি জ্যোতিকে মারেন কেন বলুন তো?

অরুণ। (একটু ভেবে) এমনিতেই আমার মাথা গরম। তাতে মদের নেশা থাকে। ও যা তা বলে, আমিও বলি। ঝগড়া লেগে যায়। শেষ পর্যন্ত আমি সহ্য করতে পারি না, তাই এসব ঘ'টে যায়।

সেবা। বিয়ের আগে আপনি এখানে এসেছিলেন, তখনও এমনই কিছু ঘটেছিল, মনে আছে?

অরুণ। হ'তে পারে—

জয়প্রকাশ। হ'তে পারে না, হয়েছিল।

সেবা। তখন জ্যোতি আপনার স্ত্রীও ছিল না।

জয়প্রকাশ। আর আপনি নেশাতেও ছিলেন না!

অরুণ। শালা, আমি তো দাবি করছি না আপনাদের মতো আমি ভদ্রলোক। ছোটবেলায় রোজ আমার বাপ মাল টেনে আসত। আর মাকে বেধড়ক্ মার মারত। মায়ের বুক ফেটে যেত। সারারাত মা কাঁদত। এখনও আমার কানে সেই কান্না বাজে। কে তার চোখ মোছাতে আসত না। আমার মায়ের তো আর এনার মতো বাপ ছিল না আর আপনার মতো মা-ও ছিল না।

সেবা। জ্যোতিকে আপনি কেন মারেন—এ প্রশ্নের ঠিক উত্তর হ'লো না এটা।

অরুণ। শালা, আমরা মেথরের বাচ্চা! আপনাদের সমস্ত বামনী 'অহিংসাবাদী' পদ্ধতি আমরা কী ক'রে জানব? আমরা মাল খাই আর স্ত্রীকে ঠেঙাই—তাকে ভালোবাসি, কিন্তু প্রচার হয় আমাদের মারের।

সেবা। মদ খেয়ে বা না-খেয়েও স্ত্রীকে মারা ব্যাপারটাকে জংলীপনা বলা হয়—

অরুণ। জংলীই তো আমি—আমি কি নিজেকে **white coloured, cultured** বলতে যাই?

সেবা। জ্যোতি এমন জংলীপনায় অভ্যস্ত নয়।

অরুণ। আমি যা আছি, তা এই। আমি যে এমন, এ-কথা আপনার জ্যোতি বিয়ের আগেও জানত। তবুও আমাকে বিয়ে করেছে, নিজের খুশিতে করেছে।

সেবা। ও হয়ত ভেবেছে যে পরে আপনি শুধরে যাবেন—

অরুণ। এমন যদি ভেবে থাকে তাহলে সে মূর্খ।

নাথ। (সেবা কিছু বলতে যায়, তাকে বাধা দিয়ে) সেবা, please ! (অরুণকে) অরুণ রাও, পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে আর কিছুই বেরোবে না। জ্যোতি যে আপনাকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছে এটাই সত্যিকারের শেষ কথা—(ফোন বেজে ওঠে, ওদিকে যেতে যেতে) তাই ওকেই নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে এ-বিয়েটা বাঁচাতে হবে। (নাথ রিসিভার তুলে) হ্যালো, কে ? দুর্গাদাস ? কী ব্যাপার ? দিল্লী থেকে বলছ, না বোম্বাই থেকে ? আচ্ছা, আচ্ছা, (মন দিয়ে শোনেন, জ্যোতি ভিতরের দরজায় এসে দাঁড়ায়, সবার চোখ ওর উপরে পড়ে। নাথও টেলিফোনে কথা বলতে বলতে তাকে দেখেন) আচ্ছা, হুঁ, I see, this is her usual hoodwinking tactics. If you ask me—আমাদের মনে হয় এটা রীতিমত ঢপ্, ইচ্ছে ক'রে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আরে বাবা, emergency আবার চাপিয়ে দেওয়া কি মজার কথা নাকি ? তা হয় না। আচ্ছা, কিছু বাড়াবাড়ি হ'লে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিও। (রিসিভার রাখতে রাখতে) Nonsense…(এখন জ্যোতিকে ভালোভাবে দেখেন) কী জ্যোতি, কী ব্যাপার ?

জ্যোতি। (অরুণের কাছে এসে দাঁড়ায়, ওর দিকে না তাকিয়ে বলে) চলো।

জয়প্রকাশ। তুমি এর সঙ্গে যাবে জ্যোতি ?

জ্যোতি। (শান্ত, কিন্তু স্থিরভাবে) হ্যাঁ।

সেবা। (তাচ্ছিল্যের সঙ্গে) এবার অন্তত ঠিক ভেবেছ তো জ্যোতি ?

জ্যোতি। হ্যাঁ।

নাথ। ওকে যেতে দাও সেবা, ওকে যেতে হবে।

[জয়প্রকাশ অরুণকে তার চাকু ফিরিয়ে দেয়]

অরুণ। Thanks !

জ্যোতি। (অরুণকে দৃঢ়তার সুরে) আমরা বেরচ্ছি, চলো।

[দরজার দিকে যায়, দরজা খুলে দেয়। চোখে চোখে অরুণকে বেরবার নির্দেশ করে। দু'জনে চ'লে যায়। এখন সেবার সমস্ত সাহস ভেঙে যায়। সে হতাশভাবে ব'সে পড়ে]

নাথ। (জ্যোতি যেদিকে গেছে সেদিকেই তাকিয়ে) জ্যোতি, I feel so proud of you—মামনি, আমার শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি। (হঠাৎ উদাস হয়ে যান) আমি যদি ঈশ্বরে বিশ্বাসী হতাম তাহলে আজকে তোমার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাতাম, মা।

[অন্ধকার হয়ে আসে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সেই বসবার ঘর। কয়েক মাস কেটে গেছে। নাথ একটা বই পড়ছেন। বইয়ের মধ্যে একেবারে ডুবে গেছেন। বাইরের দরজার ল্যাচ্ খুলে সেবা প্রবেশ করে। নাথের সামনে এসে বসে]

নাথ। (বইটা শেষ ক'রে পাশে রেখে) অপূর্ব! চমৎকার। গত কয়েক বছরে এত সুন্দর বই পড়িনি। (নিজের মেজাজে ব'সে থাকেন। সামনে সেবা গম্ভীরভাবে ব'সে আছে।) You must read it সেবা। এত সুন্দর আত্মচরিত মারাঠি ভাষায় আমি পড়েছি ব'লে মনে হয় না, শুধু লক্ষ্মীবাঈ তিলকের 'স্মৃতিচিত্র' ছাড়া। অরুণ রাও খুবই ভালো লিখেছেন। ঘটনাগুলো মন তোলপাড় করে। কিন্তু একটুও ভাববিহ্বলতা নেই। আর কী অপূর্ব ভাষা! একটুও বাড়াবাড়ি নেই। আমি বলছি সেবা, আমরা কী ভাষা বলি আর লিখি! এটাই হচ্ছে আসল মারাঠি ভাষা! একটাও ইংরেজি ঘেঁষা শব্দ নেই। ষোল আনা দেশি জিনিস! বাঃ, বাঃ। আমার যা ভালো লাগছে—

সেবা। (গম্ভীর) আমি কিছু বলতে পারি?

নাথ। (হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে) Sorry, বলোই-না।

সেবা। (গম্ভীর) জ্যোতিকে কুমুদের নার্সিং হোমে দিয়ে এসেছি।

নাথ। (চিন্তিতভাবে উঠে দাঁড়ান) কেন? ভালো আছে তো জ্যোতি?

সেবা। এমনি ভালোই আছে। কিন্তু আবার discharge। এখন ছ'মাস চলছে। কোন অঘটনের ভয়েই আমি তাকে নার্সিং হোমে দিয়ে এসেছি। ও তো রাজিই হচ্ছিল না। জোর ক'রে নিয়ে গেলাম। কুমুদ বলেছে চিন্তার কোন কারণ নেই। তবু সন্ধেবেলা পর্যন্ত observation-এ থাক।

নাথ। এর কারণ কী হ'তে পারে, কিছু বলেছে কুমুদ?

সেবা। কুমুদ আর কী বলবে? ও রাত্রে প্রচুর মদ খেয়ে এসেছিল। জ্যোতি তো ওকে বিশেষ কিছুই বলে না। কিচ্ছু বলে না, কিচ্ছু না। জ্যোতির

পেটে মেরেছে। ওর প্রতিবেশীরা বলছিল – মেয়েকে এখানে রাখবেন না। বাড়িতে নিয়ে যান। ও আজকাল লাথি মারে জ্যোতিকে।

নাথ। (সন্তপ্ত) কিন্তু কেন? এমন কী দোষ করেছে সে? কেন এমন ব্যবহার করে ওর সঙ্গে? (সেবা নিরুত্তর) একজন পোয়াতি মেয়ে, তার সঙ্গে এই রকম ব্যবহার? মরে গেলে কে ফিরিয়ে দেবে আমাদের মেয়েকে? যে লোক এত সুন্দর আত্মচরিত লিখতে পারে, সে এমন নীচ আচরণ করতে পারে? এই বইতেও বর্ণনা দিয়েছে – নিজেকে লাথি খেতে হয়েছে, অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে তা লিখেছে। আর সেই মানুষই নিজের ছ'মাসের গর্ভবতী স্ত্রীর পেটে লাথি মারে? **How, how dares he do it to her – How?**

সেবা। (নির্বিকারভাবে) দেখো, নিজেকে এ-সব প্রশ্ন ক'রে পরিস্থিতি শোধরানো যায় না। ও যা করেছে সেটা মেনে নিয়ে, নিজেদের মাথা ঠিক রেখে, কোন পথ খুঁজে বের করা যায় কিনা তাই দেখতে হবে। ওই লোকটা যে কোন কাজকর্ম করবে না, আমার মেয়ের ওপর নির্ভর ক'রে বাঁচবে, এতে এখন আর কোনও সন্দেহ নেই। আর তার জন্য ওর কোনরকম কৃতজ্ঞতাবোধও নেই। আমার মনে হয় এই সব দলিতরা বোধহয় কৃতজ্ঞতাবোধ ব'লে কোন ব্যাপারকে চেনেই না –

নাথ। সেবা!

সেবা। তোমার মত যেমন তুমি বলো, তেমনি আমার মতামতও আমাকে বলতে দাও। বাধা দিও না। হয়ত এটা মূর্খতা, কিন্তু সেটা আমার। সামাজিক কাজকর্মের মধ্যে দিয়েই আমার চিন্তাভাবনার বিকাশ, বাড়িতে ব'সে ব'সে নয়। তোমার আদরের জামাই সুন্দর আত্মচরিত লিখবে, সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখবে, কিন্তু কোন কাজ করবে না। স্ত্রীর টাকায় রোজ মদ খাবে আর বন্ধুবান্ধবদের খাওয়াবে, তারপর মনোরঞ্জনের জন্য স্ত্রীর পেটে লাথি মারবে। কারণ বৌ যে উচ্চকুলের – তাই! উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা ওর পূর্বপুরুষদের বহু যুগ ধ'রে লাথি মেরেছেন কিনা – সেটাই ও এমনভাবে শোধ করছে। ওর জীবনের এটাই হচ্ছে সর্বশেষ মহান কাজ।

নাথ। সেবা!

সেবা। একটা স্ত্রী মারা গেলে ও আর একটা পাবে। কিন্তু আমাদের মেয়ে – সে গেলে তো আর ফিরবে না –

নাথ। **For god's sake**, সেবা –

সেবা। আমাকে কথা শেষ করতে দাও। আমি ঠিক করেছি জ্যোতিকে এখানে, আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসব। শুধু ওকে। অন্তত বাচ্চা

হওয়া পর্যন্ত সে এখানেই থাক। কিন্তু তোমার জেদী মেয়ে কিছুতেই আমার কথা মানবে না। এইমাত্র কুমুদের নার্সিংহোমে তাকে কত বুঝিয়ে বললাম। (হঠাৎ কান্নায় গলা ধ'রে আসে, সেটা চেপে) Sorry, ও একেবারেই আমার কথা শোনে না। বলে—'তুমি যাও, আর এসো না।' আমি কিছু ভাবতে পারছি না। আজ সন্ধ্যায় ও আবার সেই নোংরা ঝোপড়পট্টিতে ফিরে যাবে বলছে।

[নাথ বিচলিত, ফোন বেজে ওঠে]

নাথ। (অন্যমনস্কভাবে তুলে) হ্যাঁ বলছি। আমি নাথ দেওলালকরই বলছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ পড়লাম। বাঃ! খুব ভালো! সুন্দর! আলোচনা সভা হবে? খুব ভালো খবর। না, না, আমি তো আপনার আত্মীয়, আমাকে এতে টানবেন না, আমি যাব, শুনতে যাব। কিন্তু আমাকে বলতে বলবেন না। অনেকে তো রয়েছেন। নানাসাহেবকে ব'লে দেখুন, বাবাসাহেব আছেন। পি. এল.-কে কপি দিন। উনিও বলতে পারবেন। দরকার হ'লে আমিই ফোন ক'রে ব'লে দেব। Please leave me out—না, না, আমি commit করতে পারলাম না, মনে রাখবেন।

[রিসিভার রাখেন]

সেবা। সোজা 'না' বলতে পারলে না?

নাথ। (বিরক্তিতে) বললেও তো সে ছাড়ে না। বলছে 'আপনাকে বলতেই হবে।'

সেবা। তোমারও বলতে খুব ভালোই লাগবে।

নাথ। (রাগতস্বরে) বইটা ভালোই লিখেছে ও—

সেবা। আমাকে যদি সেই আলোচনা সভায় বলতে হ'তো তাহলে আমি কী বলতাম জান? বলতাম, এ লেখক বইতে এত সুন্দরভাবে যে সমস্ত অন্যায় ও অত্যাচারের কথা লিখেছে, সে সবই একটা মস্ত বড় ভণ্ডামি। এই লেখক নিজে আমার মেয়ের উপর অত্যাচার করে। ওর ঘাড়ে চেপে ব'সে নির্লজ্জের মতো খায়, আর মদ গিলে তাকে লাথি মারে। বিনা কারণে তার জাত এবং তার মা-বাপের কথা তুলে জঘন্য গালাগালি দেয়—

নাথ। আমাদের গালাগালি দেয়?

সেবা। জ্যোতি তো বলে না, কিন্তু ওর প্রতিবেশীরা বলছিল। মেয়েটা ওকে বলে তুমি আমাকে যা ইচ্ছে তাই বলো, মারো, কিন্তু আমার মা-বাবার কথা তুলো না। আর ইচ্ছে ক'রে ওকে কষ্ট দেওয়ার জন্য সেই চণ্ডাল তোমাকে আর আমাকে—

নাথ। কী ?

সেবা। সে কথা জিজ্ঞাসা ক'রো না –

নাথ। না, বলতে হবে কী বলে ?

সেবা। বলে – বলে যে আমি একটা কুট্টিনী – socialist নেতাদের সেবা-দলের মেয়ে supply করি।

নাথ। Oh no! No! – Don't tell me.

সেবা। আরও – আরও অনেক কিছু বলে, তুমি শুনতে পারবে না –

নাথ। (অধীর হয়ে) আর আমাকে ?

সেবা। থাক্-না।

নাথ। না, জানতে হবে। কী বলে সে আমাকে ? সেবা, বলো কী বলে ?

সেবা। বলতে বাধ্য ক'রো না –

নাথ। বলছ না কেন ? কী ব্যাপার ?

সেবা। আমি বলছি আমাকে বলতে বাধ্য ক'রো না।

নাথ। (সেবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে) বলো সেবা – আমি জানতে চাই – আমাকে জানতেই হবে –

সেবা। না।

নাথ। (সেবাকে নাড়া দিয়ে) কী বলে সে আমায় ? কী ?

সেবা। (খুব চেষ্টা ক'রে বলে) বলে যে তুমি জ্যোতির আসল বাপ নও – গুরুজীর মতো একজন ছক্কা তুমি – ওর আসল বাপ (আর বলতে পারে না)

[ল্যাচের দরজা খুলে জয়প্রকাশ এসে দাঁড়ায়, তার হাতে সন্ধেবেলার খবরের কাগজ

জয়প্রকাশ। (দরজা বন্ধ করতেই, সামনের দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে) Sorry, আমি – রোজকার মতো এসে পড়েছি।

নাথ। (বিচলিত এবং আড়ষ্ট) Its all right – তেমন – তেমন কিছুই না। -আমি একে—(জয়প্রকাশ পরিস্থিতির আড়ষ্টতা দেখে ভিতরে যেতে গেল) ভিতরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, you can be here।

জয়প্রকাশ। তোমার mood থাকলে – একটা কথা ছিল। তেমন কিছুই না, কিন্তু ভাবছিলাম –

নাথ। (এখন নিজেকে বেশ কিছুটা সামলে নিয়েছেন) বাঃ, বলো না।

জয়প্রকাশ। (সন্ধেবেলার খবর কাগজ দেখিয়ে) এতে একটা খবর আছে।

নাথ। খবর ? কিসের খবর ?

জয়প্রকাশ। তেমন বিশেষ কিছুই না। বলছে যে মিডল ইষ্টে প্যালেস্টিনিয়ন সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে ইস্রাইলের সেনাবাহিনী জোর ল'ড়ে যাচ্ছে। নিজেরাই আক্রমণ চালাচ্ছে। সন্ত্রাসবাদীরা যাতে কোন আশ্রয় বা খাবার দাবার না-পায় তাই ইস্রাইলের সেনাবাহিনী নাকি প্যালেস্টিনিয়ন আরব নাগরিকদের গ্রামের পর গ্রাম বিধ্বস্ত ক'রে যাচ্ছে। শুধুমাত্র পুরুষদেরই নয়, মেয়েদের এবং কোলের কচি বাচ্চাদেরকেও গুলি ক'রে মেরে ফেলছে। ভীষণ অত্যাচার চালাচ্ছে-লেখা রয়েছে।

নাথ। সেটা লড়াই, প্রকাশ।

জয়প্রকাশ। তা ঠিক। কিন্তু সহসা মনে প'ড়ে যায়—চল্লিশ বছর আগে হিটলারের নাজী সেনাবাহিনী জু-দের উপরে অমানুষিক অত্যাচার করেছিল। তুমিই সেটা আমাকে পড়তে বলেছিলে, আমি পড়তে পারছিলাম না তবুও বলছিলে যে—পড়ো, পড়ো, এ-ইতিহাস তোমাদের জানা দরকার। আজকে যারা প্যালেস্টিনিয়ন আরবদের বৌ-বাচ্চাদের কোতল করছে তারা তো জু-ই।

নাথ। (বিচলিত) কী বলতে চাও তুমি ?

জয়প্রকাশ। বলতে চাইছিলাম যে তখন যাদের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল, তারাই আজ নিজেরা অন্যদের উপর অত্যাচার করছে।

নাথ। সেটা হয়ত আত্মরক্ষার দাবিতে—

জয়প্রকাশ। হয়ত তাই। নিরপরাধ মেয়েদের ও শিশুদের গুলি করা হয়ত ওদের আত্মরক্ষার দাবি—কিন্তু আমি বলতে চাই যে এককালে যাঁরা অত্যাচারের বলি হন, তারাই পরবর্তীকালে অন্যদের উপরে ততটাই জঘন্য অত্যাচার করতে পারেন। হয়ত এতে ওঁরা একধরনের আনন্দও পান। যাঁরা অসহায় হয়ে অত্যাচার সহ্য করেন তাঁরাই সুযোগ পেলে অত্যাচার ক'রে আনন্দ পেতে পারেন। যাঁরা শোষিত তাঁরা সুযোগ পেলেই অন্যদের শোষণ ক'রে মজা পান। (নাথ গম্ভীর) নিজেকে অত্যাচার ও শোষণ সহ্য করতে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেটা অনুচিত, অন্ততপক্ষে নিজের এমন করা উচিত নয়—এটা কেউ ভাবে না। বরং সুযোগ পেলেই নিজে অত্যাচারী হয়ে দাঁড়ায় এবং যথেচ্ছ শোষণ ক'রে প্রতিশোধের আনন্দ পায়। (নাথ বিচলিত) তার মানে কালকের শোষিতই হচ্ছে আজকে শোষক। কাল যে গুলি খেয়েছে সে আজ গুলি খাওয়াবে। তার মানে এই দাঁড়ায় যে মানুষ অভিজ্ঞতার দ্বারা ভালোই হয়ে উঠবে এমন কোন বিশ্বাস নেই। সে আরও বড় শয়তানও হ'তে পারে।

নাথ। (আবেগের সঙ্গে) এটা ভুল। তুমি ভুল করছ প্রকাশ। শুধু একটা উদাহরণ নিয়ে এমন বিপরীত সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না। এটা পাগলামি। ইহুদী জনসাধারণ অত্যাচারের প্রতিবাদ করবেনই। তুমি দেখো। মানুষের সভ্যতা আজ পর্যন্ত বিকশিতই হয়ে আসছে। তুমি কি সিভিলাইজেশন্‌কেই অস্বীকার করছ।

জয়প্রকাশ। একেবারে না। আমি শুধু সেই হারাম…(জিভ কামড়ে) অরুণের ব্যবহার বোঝবার চেষ্টা করছিলাম।

[অস্বস্তিকর স্তব্ধতা]

নাথ। প্রকাশ! আগে নিজের কথা ফিরিয়ে নাও।

জয়প্রকাশ। (মাথা নিচু করে, কিছুক্ষণ পরে) ভুল হয়েছে ভাই, I apologize।

নাথ। সুস্থ পরিবেশে মানুষ করেছি তোমাকে। যে কোন পরিস্থিতিতেই যে কোন লোকের সম্পর্কে এমন অদ্ভুত কথা উচ্চারণ করা উচিত নয়। আমরা ভদ্রলোক।

[জয়প্রকাশ চুপ]

সেবা। ও ইচ্ছে ক'রে কিছু বলেনি। মনের কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

নাথ। এমন কথা মনে আসাও অনুচিত।

সেবা। মোটেও না। মানুষের ব্যবহার দেখে এ-সব কথা মনে আসতেই পারে। যে খারাপ ব্যবহার করে তার ভুল, না যে ভাবে তার ভুল? আমার মনে হয় নাথ, তুমি এক জায়গার রাগ অন্য জায়গায় প্রকাশ করছ। তুমিও আসলে ওর উপরই রেগে আছ—

নাথ। (ধরা পড়ে যাওয়ার মতো মুখ ক'রে) না, মোটেই তা নয়! —(নিচু গলায়) আমার রাগ যে একেবারেই হয়নি তা নয়। আমি তো কোন মহাত্মা নই। কিন্তু তাই ব'লে কী ওকে অপমান করব?

[বেল বাজে]

জয়প্রকাশ। (দরজার পিপিং হোল দিয়ে বাইরে দেখে, নিচু স্বরে) সেই অরুণ। সঙ্গে আরও দু'জন আছে।

[অস্বস্তিকর স্তব্ধতা]

নাথ। (Tensed) দরজা খোলো।

[সেবা ভেতরে চ'লে যায়। জয়প্রকাশ দরজা খোলে। অরুণ এবং আরও দু'জন ভিতরে আসে। তার মধ্যে একজন অরুণের দলিত সমাজের। অন্যজন এই সমাজের শুভাকাঙ্ক্ষী। তার হাতে ব্রীফ্‌-কেস্‌। অরুণ ও তার সঙ্গীরা নাথকে নমস্কার করে, ভিতরে আসে।

নাথ এখনও tensed। ওদের বসতে বলেন। তিনজনে বসেন। অরুণ একেবারে নিজের বাড়ির মতোই হাত পা ছড়িয়ে বসে, বাকিরা সামান্য আড়ষ্ট। ওদের ছোট ছোট হাবভাবের মধ্যে একধরনের নোংরা নাটকীয়তা প্রকাশ পায়। জয়প্রকাশ এককোণে দাঁড়িয়ে আছে]

নাথ। (অরুণকে বাদ দিয়ে অন্য দু'জনের দিকে তাকিয়ে) বলুন, কী আজ্ঞা। কী করতে পারি আমি আপনাদের জন্যে ?

অরুণ। আসলে আমি এদের বলেছিলাম যে তোমরাই যাও। আমি যাব না। কিন্তু এরা কী তা শোনে! বললে যেতেই হবে। তাই নিরুপায় হয়ে চ'লে এলাম। যাই হোক শ্বশুরবাড়িতে তো আসা হ'লো। কী বল বামন রাও ? আপনার জন্যই এলাম। না-হ'লে আজকাল আসাই হয় না। যা ব্যস্ততা! আজকাল খুব নিমন্ত্রণ পাই। বক্তৃতা দিতে আসুন, খেতে আসুন, চায়ের জন্য আসুন, ককটেলে আসুন। আমি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক কিনা। Higher society-র লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকরা পোষা কুকুরের মতো দাম পায়। (অন্যদের কাছে বাহবা চায়) আহা আলাপ করিয়ে দিলাম না যে। (নাথকে) ইনি হচ্ছেন আমাদের হম্বীর রাও কাম্বলে। দলিত সাহিত্যের একজন সেরা প্রতিষ্ঠিত রম্যরচনাকার—খুব গুণী কিন্তু উপেক্ষিত মানুষ। আর ইনি হচ্ছেন বামন শেঠ নেউরগাওকার—দলিত সাহিত্যিকদের সমানে নিজের খরচায় খাওয়ান এবং দলিত সাহিত্যের আলোচনা করেন। মানুষ হিসেবে কিন্তু ওঁরা হোটেলের সিঙ্গাড়ার মতনই খাসা। কী বামন রাও ? এদের 'প্রগতি দলিত সাহিত্য মণ্ডল' ব'লে একটা সংস্থা আছে। (চোখ মট্‌কিয়ে দু'জনের দিকে তাকায়) আছে মানে আছে আর কী, ব্যস্‌। আপনি তো জানেনেই আজকাল আমার একটা ওয়ার্কের উপরে খুব আলোচনা হচ্ছে। আমার আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। আপনাকে একটা কপি দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমার এই busy ওরফে আলসে স্বভাবের জন্য দেওয়াই হয়নি। বামন রাও, আছে কী ? বামন রাও হচ্ছেন আমার প্রকাশক! (বামন রাও অপরাধীর মতো মুখ করে ঘাড় নাড়েন, 'না') নেই ? যাক্‌গে—(নাথকে) এমনই হয়। বাড়ির লোকদেরই দেওয়া হয় না। (অন্য লোকের দিকে তাকিয়ে) আমাদের নাথসাহেব কিন্তু ভীষণ দূরদর্শী, ওঁর শ্যেনদৃষ্টি থেকে ভালো জিনিস কোনদিন কিছুতেই বাদ পড়ে না। ইনি নিশ্চয়ই আমার আত্মচরিত পড়েছেন। কী নাথসাহেব, পড়েছেন তো ? (নাথ অনিচ্ছায় হ্যাঁ-সূচক ঘাড় নাড়েন) (ঐ দু'জনকে) দেখুন, যা বলছিলাম। তাহলে (নাথকে) এ'রা

বলতে চান—মানে জোর ক'রেই বলতে চান যে আমার আত্মচরিতের আলোচনা সভায় আপনি অধ্যক্ষ হ'য়ে আসুন। কী বামন রাও? কী বল হাম্বীর ভাই? (দু'জনেই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়) এরা ভাবছে যে আপনি এলে সভার ওজন বাড়বে। আমার অবশ্য বলার কিছু নেই। এরাই ভাবছে সব।

নাথ। (সঙ্কোচে) এ ব্যাপারে এখনই আমি একটা ফোন পেলাম।—

অরুণ। সেটা অন্য ব্যাপার। হয়ত নগর-পাঠাগারের আলোচনা সভার। আজকাল চতুর্দিকে আমার আত্মচরিতের আলোচনাই চলছে। এরা কিন্তু আমার নিজেদের লোক। এদের কথা আপনাকে রাখতেই হবে। এরা তো আপনার নাম অধ্যক্ষ হিসেবে declareও ক'রে ফেলেছেন।

নাথ। (আশ্চর্য হয়ে) আমার অনুমতি ছাড়াই?

অরুণ। (সঙ্গের দু'জনকে) দেখুন, আমি বলেছিলাম না নাথসাহেব এইসব ব্যাপার পছন্দ করেন না। (নাথকে) কিন্তু এরা বলল যে উনি সমাজবাদী—এম. এল. এ., উনি আমাদের হতাশ করবেন না। উনি আসবেনই। তার ওপর আবার আমার শ্বশুর। এ-সব হচ্ছে এদের কথা।

নাথ। এ আলোচনার জন্য আপনি তো অনেক বক্তা পাবেন।

অরুণ। পাচ্ছিই তো। সিনেমার টিকিটের মতো লাইন প'ড়ে যাচ্ছে। আমার একেকটা অভিজ্ঞতা প'ড়ে প্রফেসররা ঝিমিয়ে পড়ছে। গত পঞ্চাশ—নাকি একশো বামন রাও? একশো বছরে এমন কিছু পড়িনি—এইসব ব'লে পরস্পরের কানে ঘ্যান-ঘ্যান করেন এই সমীক্ষা ক্ষেত্রের মশারা। সাহিত্য একাদেমির অ্যাওয়ার্ডও পাবো শুনছি। (সঙ্গীদের) শালা, এরা কী জানে জীবন মানে গাধীর বিষ্ঠা? মারাঠি সাহিত্যে তো শুধু সেটা বুর্জোয়া জন্তুবাদ বা romanticism ভ'রে আছে? সেই মধ্যযুগীয় সন্ত কবিদের পরে আমি, আর কে? (নাথকে) এরা পোস্টারস্-এ এবং নিমন্ত্রণপত্রে আপনার নাম ছেপে ফেলেছেন নাথসাহেব—

নাথ। (তীব্রভাবে) সেটা আমার দায়িত্ব নয়।

অরুণ। দায়িত্ব আপনার নয়। কিন্তু লোকজন তো আপনারই বক্তৃতা শোনার জন্য আসবেন। কী হাম্বীর ভাই? (সে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলে) আপনি না এলে শুধু শুধু misunderstanding—নানান কারণ খোঁজা হবে—

নাথ। (এখন ওর চাল বুঝে) কিসের কারণ?

অরুণ। না, মানে এরা তো আপনাকে সব খুলে বলবেনই—(বামন রাও-এর দিকে চোখ টিপে) কারণ তো পরিষ্কার। লোকজন আজকাল খুব চালাক হয়েছে। এমন ব্যাপারে যা নয়, তাই দেখে। ওরা ভাববে আপনার আর আমার বনে না—কিছু গণ্ডগোল আছে—আমি আপনার মেয়েকে কষ্ট দিই, মারি—আরও কী সব করি—কী বামন রাও? (ঘাড় নেড়ে) আমি আপনার মেয়েকে ত্যাগ করেছি-এমনও রটতে পারে। কিছু বলা যায়? তাতে আবার কয়েকজন তো আরও বাড়াবাড়ি করতে পারে। বলবে, জামাইয়ের খ্যাতি শ্বশুরমশাই সহ্য করতে পারেন না। দলিত জামাই মারাঠি সাহিত্যে এত সম্মান পাবে, এতে শ্বশুরের socialist উচ্চবর্ণীয় প্রাণে জ্বালা ধরবে—

নাথ। (রেগে) Nonsense! লোকের কাছে আমি নতুন নই।

অরুণ। তা ঠিক। (সঙ্গীদের) দেখেছেন, আগেই নাম না-ছাপাটাই উচিত ছিল। এখন কোন গোলমাল হ'লে আমার ঘাড়ে দোষ চাপাবেন না। নাথসাহেব, আমি আপনাকে শুধু শুধু জোর করব না। আপনারা তো কাজের লোক! আমরা আপনাকে বছরে একবার পেলেই ধন্য হই। আপনারা তো বড়লোক। আমাদের এরা নিচুস্তরের লোক। মৃত পশুর মাংস খেয়ে আমরা বড় হয়েছি। কী হাম্বীর রাও? আমাদের অগ্রজরা তো মলমূত্র বইত। আমার ভাগ্য ভালো ব'লে একজন উচ্চবর্ণীয় অভিজাত বাড়ির ফুটফুটে মেয়ে আমার কপালে জুটল। (অন্য দু'জনকে) আমার সম্মানীয়া শ্বাশুড়ী মাতাজী প্রথম থেকেই আমাকে ঘেন্না করেন। উনি চেয়েছিলেন একটা ফুটফুটে জামাই। সে কোমরে সোনার বিছে পরে, মস্তবড় ডিগ্রী-ধারী, বড় চাকরী করে। আর উনি পেয়েছেন আমাকে। আমি একজন দলিত কবি ও লেখক, আমার পেছনে চর্বি নেই। তাহলে নাথসাহেব, আপনি আসতে পারবেন না তো আলোচনা—

নাথ। (সংযমী, কিন্তু দৃঢ়) পারব না। আমার ওপর নির্ভর করবেন না।

অরুণ। (উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে) তাহলে চলুন বামন রাও, হাম্বীর রাও। অধ্যক্ষ পাওয়াটা এমন কোন ব্যাপারই না, অনেক পাওয়া যাবে! আলোচনার প্রেস্টিজের কথা ভেবেই তো আমরা নাথ-সাহেবের কাছে এসেছি। এখন যে কোন একটা সর্বোদয়ী অধ্যাপককে বা মার্কস্‌বাদী পণ্ডিতকে ধরব। ওঁরা তো নিমন্ত্রণ পাওয়ার অপেক্ষায় ব'সেই রয়েছেন। (নাথকে) এরা বিনা কারণে ভাবছিল যে আপনি দলিতদের আপনজন, কুয়োর জল নিয়ে সত্যাগ্রহ করেন, বিধান

পরিষদে সমাজবাদী বক্তৃতা দেন, তারপর আবার একটা আদর্শ কাজ ভেবে বেশ ঢোল পিটিয়ে একজন দলিতকে নিজের মেয়ে দিয়েছেন—তাই আপনি এ আলোচনায় যোগ দেবেন। (সঙ্গীদের) চলুন। (দরজার কাছে যায়, সেখানে জয়প্রকাশ দাঁড়িয়ে, তাকে) কী শালা-মশাই, আপনার সেবাদলীর R. S. S.-বাদী চ্যাংড়ামি কেমন চলছে? (বাকী দু'জন বেরিয়ে গেছে, দরজায় দাঁড়িয়ে) Good by

[তার পিছনে দরজা বন্ধ হয়ে যায়। নাথ উত্তপ্ত, জয়প্রকাশ চুপ]

নাথ। (রাগে ফুঁসছেন) Scoundrel। (সেবা প্রবেশ ক'রেই এ-কথা শোনেন) আমার অনুমতি ছাড়া আমার নাম ছেপে আমায় black-mail করতে চায়? ভেবেছে আমি খুব সহজে মেনে নেব! আমার মেয়ের সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা গিলে নাচার হয়ে সভায় ওর ব্যাপারে ভালো ভালো বিশেষণ ব্যবহার করব? ওর ঔদ্ধত্য ও দর্প দেখে গা গুলিয়ে উঠছিল আমার। বিশ্বাসই হয় না এই-ই সেই আত্মচরিতের নায়ক। শুধু ওর উপস্থিতিতেই এ বসবার ঘর, এ সম্পূর্ণ বাড়িটাই কেমন নোংরা লাগছিল। সেবা, আমার স্নান করতে ইচ্ছে করছে। এই ফার্নিচার, সমস্ত জায়গা ভালো ক'রে জল দিয়ে ধুয়ে নাও। সব নোংরা হয়ে গেছে, ওর ছোঁয়াতে অশুচি হয়ে গেছে। কেমন লোকের পাল্লায় পড়লাম আমি, এ কেমন লোক!

[জয়প্রকাশ এক পাশে সমস্ত ঘটনা সেবাকে সংক্ষেপে ব'লে যাচ্ছে]

জয়প্রকাশ। (কথার শেষে সেবাকে) শেষ পর্যন্ত পালোয়ান যেমন কুস্তি মেরে চ'লে যায়, সেরকমভাবে চ'লে গেল।

নাথ। (রেগে) আরে বাবা, আমরাও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি, তোমার চেয়ে শতগুণ ক্ষমতাবান প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে সামনাসামনি লড়াই করেছি! I will be the last person to submit to that blackmail – আমি মোমের চেয়ে নরম ব'লে ভুল ক'রো না। আমার নিষ্ঠা বজ্র ভেদও করতে পারে। এই নাথ দেওলালকরকে কেউ নিজের পকেটে পুরে নিতে পারেনি, পারবে না, কোনদিন না।

[উত্তপ্তভাবে পায়চারি করেন, সেবা চিন্তিত, জয়প্রকাশ শুধু দেখছে]

সেবা। (নাথকে) আমি একটা কথা বলব?

নাথ। (একটু শান্ত হয়েছেন, কিন্তু ভিতরে রাগে ফুঁসছেন) বলো।

সেবা। সে আলোচনা সভায় তোমাকে যেতে হবে—

নাথ। Oh! No—প্রাণ থাকতে যাব না!

সেবা। আমার কথা শুনে তারপর ঠিক ক'রো। আমরা একটা অবাঞ্ছিত জালে জড়িয়ে গেছি। ওকে খোঁচা দেওয়া মানেই হচ্ছে আমাদের

জ্যোতিকে আরও বেশী কষ্ট দেওয়া। (নাথ কিছু বলতে যান, তাকে থামিয়ে) দাঁড়াও, আমার কথা শেষ করতে দাও। জ্যোতির এখন যা অবস্থা তাতে তার প্রাণের প্রশ্নই প্রধান। ও যে আমাদের মেয়ে। তুমি আলোচনা সভায় না গেলেই ও নতুনভাবে জ্যোতির ওপর অত্যাচার শুরু ক'রে দেবে। তুমি যাচ্ছ না ব'লে পাগল হয়ে জ্যোতিকে যা তা... (পরে আর বলতে পারে না) তাই তোমাকে যেতে হবে। সভাপতি হতে হবে। ওর প্রশংসা ক'রে ভালো ভালো কথা বলতে হবে। কেন-না সেটা আমাদেরই প্রয়োজন। (নাথ কিছু বলতে চান, বলতে পারেন না) রেগে যেও না। কেন-না তুমি নিজেই নিজের ওপর এইসব বোঝা টেনে নিয়েছ।

[নাথ ক্রমশ অসাড় হয়ে যাচ্ছেন। ওকে অসহায় দেখায়। বিকল হ'য়ে সোফায় ব'সে পড়েন]

নাথ। (মাথা নীচু করে) I accept—আমি যাব সভায়। সভাপতি হব। বক্তৃতাতে ওর প্রশংসাই করব। যতটা পারি—।

জয়প্রকাশ। (চাপা রাগ বেরিয়ে পড়ে) ড্যামড্! ড্যামড্! ড্যামড্!

[রাগের চোটে ল্যাচের দরজা দুম্ ক'রে বন্ধ ক'রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। স্তব্ধতা। ধীরে-ধীরে সেবা নাথের কাছে যায়। আন্তরিক ভাবে তাঁর কাঁধে হাত রেখে চাপড়াতে থাকে। ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসে]

তৃতীয় দৃশ্য

[বসবার সেই ঘর। রাত প্রায় নটা বাজে, ঘরে কেউ নেই। শুধু একটা ছোট নাইটল্যাম্প জ্বলছে। তারপর বাইরের ল্যাচের দরজা খুলে সেবা ও নাথ প্রবেশ করেন। সেবা বড়ো লাইট জ্বালায়। নাথ সোফায় ব'সে পড়েন। ক্লান্ত, উদাস। একটু পরে দরজা খুলে জয়প্রকাশ প্রবেশ করে। সেবা ক্লান্ত চোখে জয়প্রকাশ ও নাথের দিকে তাকায়]

সেবা। জল দেবো ?

নাথ। না।

জয়প্রকাশ। কফি ক'রে দেবো ভাই ?

নাথ। না, প্রয়োজন নেই।

সেবা। (নাথকে) একটু শোবে ?

জয়প্রকাশ। ভাই, একটু মাথা টিপে দিই, ভালো লাগবে—

নাথ। তোমরা কি ভাবছ আমার কিছু হয়েছে? কিছু হয়নি। I am fine। এসে সঙ্গে-সঙ্গে জামাকাপড় না-ছেড়ে একটু বসলাম, এই আর কি।

জয়প্রকাশ। তোমার প্রিয় রবিশঙ্করের একটা রেকর্ড বাজাব?

নাথ। প্রকাশবাবু, আজ একটু বেশী পিতৃভক্ত হয়ে যাচ্ছেন দেখছি।

জয়প্রকাশ। তা নয়, শুধু মনে হ'লো…

সেবা। (নাথকে) ভালোই হ'লো তোমার বক্তৃতা, তাই না প্রকাশ?

জয়প্রকাশ। হ্যাঁ, সবার চেয়ে সংক্ষিপ্ত বিশ্বাসযোগ্য বক্তৃতা ভাইয়েরই হয়েছে—সবাই বলছিল।

নাথ। মিথ্যে কথা বলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছিল বুঝি?

জয়প্রকাশ। মোটেই নয়—

নাথ। আমি যা বলি তা কি নিজের কানে শুনি না ভাবছ? একেবারেই ভালো হয়নি আমার বক্তৃতা। দুর্বল, এলোমেলো, ছন্নছাড়া—শব্দের কোন অর্থই ছিল না।

সেবা। আমাদের ভালোই লেগেছে।

নাথ। সেবা, এটা কিন্তু তোমার স্বভাব নয়। নিজের স্বভাব ভুলে তুমি আজ আমার প্রশংসা করছ। বাস্তবে তুমিও জান যে আমি যা বলেছি তার সবই আমার ভেতরের সত্তার ওপর অত্যাচার—।

সেবা। তুমি তো বইয়ের সম্পর্কে বলেছ।

নাথ। ও-বইয়ের সম্পর্কে আমার মত খুব খারাপ, সেবা।

সেবা। সেদিন প'ড়ে তো তুমি—

নাথ। তখন মূর্খ ছিলাম আমি। অজ্ঞ ছিলাম। আজ আর নই। সে বই তো কোনো কাল্পনিক উপন্যাস নয়, সেটা আত্মকাহিনী। মানুষের জীবনের বাস্তব ছবি। সেখানে বাস্তব কথা লেখার দায়িত্ব আছে লেখকের। কিন্তু সেটা তো একেবারে মিথ্যে কথা। একটা সাজানো, চালাকি ক'রে লেখা শিল্পায়িত মিথ্যাচার। ও বইয়ের লেখক মিথ্যেবাদী। ওর মূল্যবোধ টলমলে। ওটা একটা সুন্দর উপন্যাস হ'তে পারে সেবা। আর সেটাই লেখকের বিশ্বাসঘাতকতা। কারণ এই লেখকের মতন ওই সবের ভণ্ডামির মধ্যে দিয়ে আরও অনেক সুবিধাবাদী তৈরী হচ্ছে। আর এই সমস্ত সুবিধাবাদীদের মধ্যেই শয়তানের বীজ রয়েছে। সে বইয়ের 'আত্মজীবনী' লেবেলটা ছিঁড়ে 'বাস্তবানুগামী কাল্পনিক উপন্যাস' এই লেবেল দিতে হবে। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) না, সমস্ত দলিতরা এমন নয় হয়তো—হ'তেই পারেন না। ওরা মানুষের জীবনের জ্বালাযন্ত্রণা জানে। শুধু মানুষ হয়ে

বাঁচবার জন্য কত মূল্য দিতে হয়েছে ওদেরকে! যারা নিজের কষ্ট বোঝে, তারা অন্যদের কষ্ট নিশ্চয়ই অনুভব করে। (বিচলিত, পায়চারী করেন, মুখে বেদনার ছাপ) আজ জ্যোতিকে আরও দুর্বল দেখাচ্ছিল, তাই না সেবা? একটু দেরীতে এসে সে পিছন দিকে বসল, তখনই আমি মঞ্চ থেকে তাকে দেখলাম। মনে হ'লো তক্ষুনি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করি, 'মামনি, একী অবস্থা হয়েছে তোমার?' (সঙ্গে সঙ্গে ভাবাবেগ চেপে) মেয়েটা কিন্তু আমার বক্তৃতার অপদার্থতা ধ'রে ফেলেছে। ওর মুখে আমি তা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি। এগারো / বারো বছর বয়স থেকেই জ্যোতি হচ্ছে আমার বক্তৃতার প্রধান সমালোচক। বাড়িতে আমার অপেক্ষায় ব'সে থাকত, আর এলেই সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠত—'ভাই, একদম বাজে কথা বলেছ। এমন যেন আবার না হয়।' আর যদি ভালো লাগে তাহলে ওর মুখের ওপরে আনন্দ এবং গর্ব ছড়িয়ে পড়ত। আজ সেই জ্যোতি যদি (পরে আর বলেন না)—আমার আজকের মিথ্যে বক্তৃতার ফলে জ্যোতির জীবন হয়তো একটু সহনীয় হবে, তাই না সেবা?

সেবা। (গম্ভীরভাবে) তুমি আমার কথা রেখেছ। কী ক'রে যে তোমায় কৃতজ্ঞতা জানাব, জানি না।

নাথ। থাক্ থাক্! তোমার জন্য কিছুই করিনি আমি। শুধু আমার নির্মল মনের অথচ জেদী মেয়ের জন্যই সবকিছু করেছি। ও আমার জন্য নিজের জীবনের যা অবস্থা করেছে, সে তুলনায় তো কিছুই করতে পারিনি।

সেবা। দেখো, ও নিজের ইচ্ছেয় সবকিছু করেছে। শুধু-শুধু নিজের ঘাড়ে সমস্ত দোষ টেনে নিয়ো না।

নাথ। তা না, কিন্তু বলাও তো যায় না, হয়তো ও নিজে নিজেই কিছু দিন পরে ফিরে আসতে পারত। ও impulsive হলেও super-ficial মেয়ে নয়। আমিই নিজের সামাজিক দায়িত্বের নেশায় মেতে জেদ করেছি। ভেবেছি, বাঃ! এ তো খুব ভালো কাজ! হয়ে যাক! এটা তো একটা বৈপ্লবিক কাজ! একটা সামাজিক experiment! আমি ওর ফিরে আসার পথটাই বন্ধ ক'রে দিলাম সেবা। এখন আমি খুব ভালোভাবেই তা বুঝতে পারছি।

সেবা। ওর নিজের জেদে ও বিয়ে করেছে, তুমি না বললেও করতো।

নাথ। তবুও তুমি ইঙ্গিত করেছিলে। কিন্তু আমি শুনলাম কোথায়! জাতিবাদ এবং বর্ণভেদ ভেঙে চুরমার করতে যাচ্ছিলাম। ফলে

আমার জ্যোতিকে দুঃখের পথে –

জয়প্রকাশ। Please ভাই। এ-সব কি বলতেই হবে ?

নাথ। হ্যাঁ। আত্মসমীক্ষা খুবই প্রয়োজনীয়। কখনো তো সেটা করতেই হবে। কোন কাজে না লাগলেও –

সেবা। বড্ড বেশি কষ্ট পাচ্ছ তুমি –

নাথ। Not at all –

সেবা। একেই ভীষণ চাপ রয়েছে তোমার মনের ওপর।

নাথ। সেটা তোমার অলীক কল্পনা। আমাকে এতই দুর্বল ভেবেছ ? রাজনীতি পুরোপুরি কঠিন বানিয়ে ফেলেছে আমাকে।

জয়প্রকাশ। তোমার বক্তৃতায় আজ ভীষণ ক্লান্তি প্রকাশ পাচ্ছিল ভাই।

নাথ। ভুল করছ তুমি। অরুণ আঠোলের master-piece-এর জন্য হয়তো একটু গদগদ হয়ে গেছিলাম। ইচ্ছে করেই করছিলাম সব। সুন্দর সুন্দর শব্দ ব্যবহার করে ওকে খুন করছিলাম। বড় বড় লেখকদের উক্তি ভেঙে চুরমার করছিলাম। বায়রন ও কুসুমাগ্রজ আমাদের প্রিয় কবি। তাদেরও আজ আমি সহজে নিঙড়ে ফেলেছি। খাণ্ডেকরের অবুঝ আদর্শবাদের দ্বারা আমরা এককালে কত অভিভূত হয়েছিলাম। আজ উনি যেখানেই থাকুন, বেশ কষ্ট পাবেন। ওঁকেও আমি আজ ব্যবহার করেছি। কেন ? বলো, কেন ঐ সমস্ত পাপ করলাম আমি – আমার হীরের টুকরো মেয়ের জন্য। একজন নিষ্পাপ মেয়ের জন্য। বেচারার দোষ একটাই – সে বাপের কাণ্ডজ্ঞানের ওপর বড্ড বেশী আস্থা রেখেছিল। বাপের সংস্কার গ্রহণ করেছে। বাপের মানবতাবাদের এবং উদার মত-বাদের ব্রত নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। প্রকাশবাবু, এখন তুমি অন্তত একটা কাজ করো। তার অবুঝপনা, মিথ্যাবাদীতা, খোলা চোখে দেখতে শেখো। তার ওপরে ভরসা ক'রো না, তুমি উচ্ছন্নে যাবে। –

সেবা। (ওকে থামিয়ে) যা তা ব'কো না। বড্ড কষ্ট পেয়েছ তুমি। ভিতরে গিয়ে একটু শুয়ে পড়ো। আমি বসছি তোমার পাশে। নইলে আমি রান্না করি। তুমি আমার পাশে ব'সে গল্প করো –

নাথ। যা করবে করো, তোমাকে কে বাধা দিচ্ছে। তুমিও যাও প্রকাশ, নিজের কাজ করো। আমি একা থাকতে চাই।

জয়প্রকাশ। তুমি সুস্থ নও ভাই, কিছু হয়েছে তোমার –

নাথ। আমার কিছু হয়নি রে বোকা, যা হয়েছে তা আমাদের দেশের

এবং রাজনীতির ক্ষতি। ওরা শুধু ব'সে ব'সে দাবা খেলে যায়। পেয়াদারাই মধ্যিখান থেকে মরে—

সেবা। (কাছে গিয়ে নাথকে জোর ক'রে তুলে) আমি কোনোদিন তোমাকে order করি ? আজ আমার কথা শোনো please—

[নাথ 'যা কাণ্ড তোমাদের' এমন বিড়বিড় করতে করতে ওঠেন। সেবার সঙ্গে ভিতরে যান। জয়প্রকাশ একা চিন্তামগ্ন। তারপর সে একটা বই বের ক'রে পড়তে থাকে। ইতিমধ্যে বেল বাজে। জয়প্রকাশ বই পড়ায় মগ্ন। হঠাৎ বেলের আওয়াজ শুনে হকচকিয়ে যায়—তারপর গিয়ে দরজা খোলে। দরজায় জ্যোতি। গর্ভবতী, শুষ্ক চেহারা]

জয়প্রকাশ। (বিস্মিত) জ্যোতি তুমি ?

[জ্যোতি ভিতরে এসে দরজা বন্ধ করে]

জ্যোতি। ভাই কী করছেন ?

জয়প্রকাশ। ভিতরে আছেন, মা-ও রয়েছেন সঙ্গে।

জ্যোতি। কেন ? শরীর খারাপ নাকি ?

জয়প্রকাশ। না, তেমন কিছু নয়। একটু disturbed। কিন্তু তুমি এখানে ?

জ্যোতি। এমনিই। ভাইয়ের সঙ্গে একটু কথা ছিল। সভায় তা বলা সম্ভব ছিল না, তাই বাড়িতে এসেছি।

জয়প্রকাশ। এত রাত্রে ?

জ্যোতি। ভাই জেগে আছেন তো ?

জয়প্রকাশ। জানি না। গিয়ে দেখোই না—

জ্যোতি। (একটু ভেবে) না। জেগে থাকলে বলো, আমি এসেছি, একটু কথা আছে।

জয়প্রকাশ। (ওর ব্যবহারের formality দেখে) ঘুমিয়ে পড়লে ? মাকে বলব ?

জ্যোতি। বলতে পারো। কিন্তু আমার কথা ভাইয়ের সঙ্গে।

[জয়প্রকাশ ভিতরে যায়। সে এখনও বিস্মিত। জ্যোতি এমনভাবে ব'সে থাকে যেন অন্য কোন বাড়ির লোক, অতিথি। ফোন বাজে। বাজতে থাকে। ভিতর দিয়ে সেবার প্রবেশ]

সেবা। (রিসিভার তুলে, জ্যোতিকে আপাদমস্তক দেখে) কী হ'লো ? ভিতরে আসবি তো।

[জ্যোতি নিরুত্তর। সেবা ফোনে কথা বলে]

সেবা। হ্যালো। কে ? মধু ? আমি সেবা বলছি। ভাই ? একটু ঘুমিয়ে পড়েছে। না, তেমন বিশেষ কিছুই না। এমনিই সামান্য

কিছু। জাগলে পরে ফোন করতে বলব ? আচ্ছা ব'লে দেবো।

[রিসিভার রাখে]

জ্যোতি। (উঠতে-উঠতে) আমি চলি –

সেবা। (আশ্চর্য) কেন ? কী ব্যাপার ? এলিই-বা কেন, আর যাচ্ছি-সই-বা কেন ?

জ্যোতি। (দরজার দিকে যেতে যেতে) ভাইকে ব'লো ফোন ক'রে সময় ঠিক ক'রে আমি আবার আসব –

সেবা। (বিস্মিত) জ্যোতি ! এ কী আরম্ভ করেছ তুমি ?

জ্যোতি। আমার ভাইয়ের সঙ্গে কথা ছিল।

সেবা। উনি আসছেন। যাচ্ছ কোথায় ? খাবারও তৈরী – (জ্যোতি কিছু বলে না। অস্বস্তিকরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে) কোনো আপত্তি না-থাকলে খেয়েই যাও।

[নাথের প্রবেশ]

নাথ। (জ্যোতির দিকে সস্নেহে তাকিয়ে) আরে জ্যোতু তুমি ? এমন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছ কেন ? এসো, এসো, এখানে ব'সো। (ওকে ধরে এনে সোফায় বসান) হঠাৎ কী ব'লে আসা হ'লো ? কিন্তু এসে ভালোই করেছ। সেবাকে জিজ্ঞাসা করো, তোমার কথাই সমানে মনে পড়ছিল আমার। তোমার ছোটবেলাকার কথা। তুমিই আমার বক্তৃতার সমালোচক। জ্যোতি, আমি কিন্তু সত্যি সত্যিই আন্তরিকভাবে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। আজ তোমাকে একটা বিচ্ছিরি বক্তৃতা শুনতে হ'লো। যে-কোনো কারণেই হোক, সে-বক্তৃতায় কোনো প্রাণই ছিল না। একেবারে খারাপ, লজ্জাকর performance দিলাম আমি আজ। অনেক দিন পরে এমন সুযোগ এসেছিল – তুমি সামনে ব'সে আছ আর আমি বক্তৃতা করছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, ভালোভাবে বলতে পারলাম না। তুমি নিশ্চয় মনে মনে ভেবেছ এ কীরকম বাপ আমার।

জ্যোতি। (অস্বস্তিবোধ করে) তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল।

নাথ। যাঃ। আমি নিজেই ব'লে যাচ্ছি। অভ্যেসের গোলাম যে। এই অভ্যেস আমার না মরলে যাবে না। সেবা, খাবার তৈরী আছে তো। (জ্যোতিকে) ডাইনিং টেবিলেই কথা হোক। মুখে সুগ্রাস থাকলে আমি একটু কম কথা বলি।

জ্যোতি। (ওর তুলনায় খুব ঠাণ্ডা) থাক্। এখানেই ঠিক আছি।

[সেবার দিকে তাকায়]

সেবা। আমার উপস্থিতি অবাঞ্ছনীয় নাকি ?

জ্যোতি। (শুষ্ক স্বরে) না-থাকলে ভালো হয়।

[সেবা হন হন ক'রে ভিতরে চ'লে যায়। এখন নাথও জ্যোতির ব্যবহারের শুষ্কতা টের পান]

নাথ। বলো।

জ্যোতি। (নাথের চোখে চোখ রাখতে ইতস্তত করে, শেষে নাথের চোখের ওপর চোখ রেখে) আজকের সভায় তুমি কেন গেছ?

নাথ। (অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন শুনে হকচকিয়ে) আমি? কেন? নিমন্ত্রণ পেয়েছি। নাম ছাপা হয়েছিল আমার পেপারে, পোস্টারে।

জ্যোতি। তুমি বক্তৃতা দিলে কেন?

নাথ। (অস্বস্তিবোধ ক'রে) আমরা তো বক্তৃতা দেবার জন্যই সভায় যাই।

জ্যোতি। মিথ্যে কথা।

নাথ। কী মিথ্যে কথা? আমার বক্তৃতা করাই ঠিক হয়েছিল জ্যোতি, আমি সভাপতি ছিলাম আজকের আলোচনার।

জ্যোতি। তুমি অরুণের বই সম্পর্কে বলেছ কেন?

নাথ। মানে খুব খারাপ বলেছি তাই তো? হ্যাঁ। বক্তৃতা সত্যিই ভালো হয়নি। কিন্তু বইটা আমার ভালোই লেগেছিল।

জ্যোতি। ভাই, তুমি আমাকে মিথ্যা কথা ব'লো না। ঠিক্-ঠিক্ উত্তর দাও। তুমি ঐ বই সম্পর্কে বলেছ কেন?

নাথ। (মনে মনে মিথ্যা বলবে ঠিক ক'রে) কারণ ওর বই আমার কাছে great। জিজ্ঞাসা করো তোমার মাকে—

জ্যোতি। (খুব তীক্ষ্ণ স্বরে) না। তুমি আবার মিথ্যে কথা বলছ।

নাথ। (এখন অসহায়) সত্যিই জ্যোতি প্রকাশকে জিজ্ঞেস করো, না-হ'লে বসন্তকে ফোন ক'রে জেনে নিও—

জ্যোতি। সাক্ষীর দরকার নেই। সোজা কথা, তুমি মিথ্যে বলছ। সে বইটা তোমার মোটেই ভালো লাগেনি--

নাথ। (একটু ভয়ে ভয়ে কিন্তু জোরে) কী ক'রে জানলে?

জ্যোতি। ভালো লাগা বইয়ের সম্পর্কে কেউ এমন বলে?

নাথ। আমি বলছি তো, আজ ঠিক জমল না ব্যাপারটা—

জ্যোতি। কথা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা ক'রো না। তুমি আজকের আলোচনা সভায় যোগ দিয়েছ অন্য কারণে—

নাথ। তা ঠিক, অরুণ রাও নিজে এসেছিলেন, তুমি জানই বোধহয়—

জ্যোতি। অরুণ আমাকে বেশী কষ্ট দিতে পারে এই আশঙ্কায় তুমি আজকের আলোচনা সভায় গিয়েছ, এবং বক্তৃতা দিয়েছ।

নাথ। (কুণ্ঠিত) Well, সে consideration যে একেবারেই ছিল না তা নয়—

জ্যোতি। (তীব্র স্বরে) শুধু সে কনসিডারেশনটাই ছিল। বাকী আর কিছু ছিল না। তোমার আজকের বক্তৃতা শুধু খারাপ হ'লো তাই নয়—ওটা ভাড়া করা বক্তৃতা। তোমাকে ভাড়া ক'রে সভায় আনা হয়েছিল। তুমি ভাড়া নিয়ে প্রশংসা করেছ।

নাথ। (ওকে বোঝাবার চেষ্টায়) জ্যোতি—

জ্যোতি। আমি না-হয় মরেই যেতাম বাবা তার অত্যাচারে। কিন্তু তুমি সেই বক্তৃতা দিতে গেলে কেন? কেন এত উপকার করলে আমার!

নাথ। উপকার কিসের রে পাগলী? আমরা সবাই তো একই পরিবারের—

জ্যোতি। না, আমি এই পরিবারের কেউ নই।

নাথ। সে তুমি রাগের চোটে যতই বলো-না কেন—

জ্যোতি। (কর্কশ স্বরে) আমি এ-পরিবারের নই। আমি তোমার কেউ না। আর এ-কথা ব'লো না।

নাথ। (একটু ঠাট্টা করার অযথা চেষ্টায়) তাহলে তুমি কার গো?

জ্যোতি। তুমি জানো আমি কার? তুমি যাকে চাও না, তার; তুমি যাকে অস্পৃশ্য মনে করো, তার। যার স্পর্শ তোমার শুচিবায়ু মনে চলে না, তার—

নাথ। তুমি আমায় ভুল বুঝেছ জ্যোতি—

জ্যোতি। আর মিথ্যা বাড়াবেন না please!

নাথ। (ফাঁদে প'ড়ে যান) তুমি কী ক'রে বলতে পারছ যে আমরা তাকে চাই না? এ-বাড়িতে তাকে সব সময় স্বাগত জানানো হয়েছে—একজন কবি ও লেখক হিসেবে আমরা তাকে শ্রদ্ধা করি—

জ্যোতি। দেখলাম সে-শ্রদ্ধা আজকের তোমার ওই ভাড়া-করা বক্তৃতায়। মিথ্যেবাদী বক্তৃতা। সত্যি-সত্যিই তুমি কী বলতে চাও, সেটা আমি আজই ধরে ফেলেছিলাম। যা তুমি চেপে যাচ্ছিলে, সে-সমস্ত কথা আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। তুমি ওর দিকে বার বার কেমন চোখে তাকাচ্ছিলে, তাও আমি খুবই লক্ষ্য করেছি। লক্ষ্য করেছি সেই দৃষ্টির বিষাক্ততা। সভার শেষে ও যখন তোমার সঙ্গে কথা বলতে গেল, তখন তোমার সেই শ্রদ্ধাভাজন লেখককে এড়িয়ে তুমি কেমন-ভাবে চ'লে গেছ, তাও আমি নিজের চোখে দেখেছি। ভাই, তুমি আমাকে আর ঠকাতে পারবে না। অরুণকে তুমি শুধু ঘৃণা করো, আর কিছুই না।

নাথ। (বোঝাবার চেষ্টায়, নীচু স্বরে) ভুল করছ জ্যোতি। অরুণকে

নয়—ওর কয়েকটা—

জ্যোতি। প্রবৃত্তিকে! এই কথা শুনে-শুনে আমি বড় হয়েছি। মানুষকে নয়, তার প্রবৃত্তিকে দেখো—মানুষ আসলে খারাপ হয় না। সে ভালোই, খারাপ হ'তে পারে তার কয়েকটা প্রবৃত্তি। ওগুলো পাল্টাতে হয়। ওগুলো নষ্ট করলেই পৃথিবী নন্দনকানন হয়ে উঠবে। মানুষের ভিতরকার দেবত্বকে জাগাও। সব সুবিধাবাদী বক্‌বক্‌! আসলে তুমিও জানতে যে মানুষ এবং তার প্রবৃত্তি--দুটো ভিন্ন জিনিস নয়। হতে পারে না। সবই এক—একাকার। যে যেমন আছে তেমনিই তাকে স্বীকার ক'রে নিতে হয়, বা অস্বীকার করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে তো choise-ও থাকে না, মানুষের ভিতরকার পশুত্বকে ঘুম পাড়িয়ে দেবত্বকে জাগিয়ে তোলাটা একটা অলীক কল্পনা। তোমার জন্য ভাই, শুধু তোমার জন্য এ-সমস্ত কথা জানতে আমার কুড়িটা বছর লেগে গেছে। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে জানতে হয়েছে। অরুণ আঠোলে নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপের প্রয়োজন হয়েছে। তুমি আমার কাছ থেকে যা লুকিয়ে রেখেছিলে সেটা অরুণ আঠোলে আমাকে দেখাল। এ-ব্যাপারে আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ।

নাথ। দেখো, এ-বিষয়ে এমনভাবে বলা যায় না। এ-ব্যাপারে শান্তভাবে এবং বিস্তৃতভাবে—

জ্যোতি। তুমি এখন ভাবতে ব'সো শান্তভাবে—আমার সময় নেই, শান্তিও নেই। আমাকে আমার রণক্ষেত্রে ফিরে যেতে হবে। তোমার সাহস যদি থাকে তাহলে অরুণ রাত্তিরে মদে মাতাল হয়ে আমার সামনে কেমনভাবে এসে দাঁড়ায়, সেটা একবার দেখতে এসো। ওর চোখে একটা পশুত্ব ধরা পড়ে। ঠোঁটে, মুখে, প্রতিটি অঙ্গে অরুণ পশু হয়ে যায়। সেটা ওর থেকে ভিন্ন কোন পশুপ্রবৃত্তি নয়। আমিও গোড়ায় ওর পশুপ্রবৃত্তি ব্যতীত ভিন্ন একটা অরুণকে খোঁজার চেষ্টা করতাম। ওকে ভালোবাসতে চাইতাম। শেষ পর্যন্ত জানতে পেরেছি, সেটা কোনো কাজের কাজ নয়। অরুণ একসঙ্গে দুটোই। পশু ও প্রেমিক। সবই একাকার, মিশে যাওয়া। এতই একাকার যে কোন্‌টা রাক্ষস কোন্‌টা প্রেমিক তাও বোঝা যায় না। প্রেমের ভাব থাকতেই জঘন্য গালাগাল এবং মারতে-মারতে আবেগে চুমোর বৃষ্টি ঝরায়। এতশত বিড়ম্বনার পরে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ে। তারপর উঠে কাজে লেগে গেলে যন্ত্রণায়-ভরা শরীর থেকে ওর মন সুন্দর কবিতার দু'চার লাইন সৃষ্টি করে। এই লাইন কাকে শুনিয়ে কাকে হাতানো যায়, এবং

কোন্ হিতৈষীকে বোকা বানানো যায় – এমন সব নীচ, ধূর্ত চিন্তা তখনই চলতে থাকে – একই লোকের মধ্যে একই সঙ্গে। কোন্ পশুকে নষ্ট করব আর কোন্ দেবতাকে জাগাব, বলো। সব মিলেই হচ্ছে এক অরুণ। ও যা আছে, তেমনিই তাকে মেনে নিতে হবে আমাকে। কারণ তাকে ফেলে আমি তো আর পালাতে পারি না –

নাথ। কেন নয় ? সে-রকম সময় এলে আমি তো রয়েছি তোমার পিছনে –

জ্যোতি। সে-সময় আসতে পারে না ভাই। কারণ তুমিই আমাদের দিবারাত্র এ-কথা শিখিয়েছ যে লড়াই ছেড়ে পালাতে নেই। তুমিই বলেছ যে, পরিস্থিতি দেখে পাশ ফিরে যেতে নেই। তুমি এ-সব হাত-তালি পাওয়ার মতন বড় বড় কথা বলতে – আর আমরা 'আমার বাবা কী great' ভেবে হাততালি দিতাম। শ্রেয়, আদর্শ, আশা, নিষ্ঠা, এ-সব কথা তুমিই আমাদের মনে ঢুকিয়েছ। এটা drug ভাই – আমাদের রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে ওটা মিশে গেছে। আমাদের চেতনাকে ভোঁতা ক'রে দিয়েছে। আমরা আর পালাতে পারি না। পালানো উচিত হ'লেও, সবাই সে-পথে যাচ্ছে দেখেও, সেটাই আচরণের ন্যায্য পথ বুঝেও 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে' এই ব'লে যাব আমরা – experiment ক'রে ক'রে মরব। আর ভাই, তুমি মানুষের ভিতরকার দেবত্ব জাগাতে জাগাতে বেশ সুখেই থাকবে।

নাথ। (ব্যাকুল হয়ে) এ কী বলছ তুমি জ্যোতি –

জ্যোতি। এটাই ঠিক, আর এ-সব তোমাকে ছাড়া আর কাকে শোনাতে পারি আমি, তাই এলাম। (উঠে) চলি –

নাথ। Please দাঁড়াও, এমন ক'রে চলে যেও না। আমরা এ-বিষয়ে একটু ভাবব।

জ্যোতি। তুমি ভাবতে থাকো ভাই – আমাকে চিন্তা-ভাবনা ছেড়ে বাঁচতে শিখতে হবে। আমি বড্ড বেশী ভাবি। কষ্ট হয়। মারের কষ্ট তত নয়, যতটা ভেবে কষ্ট পাই। আর না ভাই ! মাফ করো। যা মুখে এলো তাই ব'লে ফেললাম। কিন্তু তোমার আজকের সেই মিথ্যাচারিতা দেখে বিরক্ত হলাম। মনে হ'লো – এই মানুষ শুধু আমাদেরকে সত্যবাদিতার এবং ভালোমানুষীর drug খাওয়াল কেন ? এ নিজে সমস্ত প্যাঁচের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে বেঁচে থাকা পারে। নিজে মিথ্যা বলে, তাহলে আমাদের সমস্ত পথ বন্ধ করাঁ কেন ? কোনকালে একটা দৃশ্য দেখেছিলাম সেটা এখনও আমার মনেঁ আছে – আমাদের স্কুলে একজন লোক এসেছিল খেলা দেখাতে। সে

রাস্তায় ব'সে দুটো বন্ধ বাক্স খুলল, তার থেকে বেরোল দুটো মানুষের মতো জন্তু যারা হাঁটতে গিয়ে লটপট করছে, প'ড়ে যাচ্ছে, আবার উঠে হাঁটার চেষ্টা করছে। ওদের গায়ের চামড়া শুকনো-শুকনো, কোঁচকানো। বিলক্ষণ বিচিত্র প্রাণী। তখনই দর্শকের মধ্যে থেকে কেউ বলে উঠল, এরা নাকি ছোটো ছোটো বাচ্চাদের ধ'রে এনে বাক্সর মধ্যে পুরে রেখে এমন অবিকশিত ও অক্ষম ক'রে রাখে। ভাই, আমি খুব নিষ্ঠুর হয়ে বলছি, মাফ করো, কিন্তু তুমিও আমাদেরকে –

[পরে আর বলতে পারে না। নাথের শূন্য দৃষ্টি, জ্যোতি দরজার দিকে যেতে শুরু করে]

নাথ। (অসহায়) আবার আসবে তো জ্যোতি?

জ্যোতি। (নিশ্চিত হয়ে) না। এখানে এলে আমার কাছে আমার নিজের জগৎ অবাঞ্ছনীয় হয়ে উঠে। দেরী তো হয়েই গেছে, কিন্তু তবুও আমি যে সত্যটাকে দেখতে পেয়েছি, তার দিকে চোখ বন্ধ ক'রে আবার অন্ধই হ'তে চাই। আমাকে এরপর আমার জগতেই বাঁচতে হবে। (একটু থেমে) মরতেও হবে ওখানেই। মাকে sorry ব'লে দেবেন। ব'লে দেবেন যে এরপরে যেন আমার কাছে না-আসে। এটা আমার আদেশ –

নাথ। কিন্তু তোমার ডেলিভারি –

জ্যোতি। (কঠোর স্বরে) তার জন্য আমার স্বামী রয়েছেন। এখনও বিধবা হইনি আমি। আর হ'লেও তোমার আশ্রয় চাইতে আসব না। আমি আর জ্যোতি যদুনাথ দেশুলালীকর নই, আমি জ্যোতি অরুণ আঠোলে। একজন মেথরের বৌ। দলিত কথাটা আমি ব্যবহার করি না, কেন-না সেটা আমার পছন্দ নয়। আমি দলিত নই। আমি মেথরানী। যেমন মহারানী হয়, তেমনিই আমি মেথরানী। আমায় স্পর্শ ক'রো না। আমার ছায়াও যেন তোমার গায়ে না-পড়ে। না'হলে আমার ভিতরকার আগুনের আঁচে তোমার সমস্ত শৌখিন মূল্যবোধ পুড়ে যেতে পারে।

[জ্যোতি চ'লে যায়। ল্যাচের দরজাটা দুম ক'রে বন্ধ হয় — যেন নাথের হৃদয়ের দরজাটা বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ স্তব্ধতা। জ্যোতি যেদিকে গেছে সেদিকে নাথ শূন্যদৃষ্টিতে দেখতে থাকেন। চারিদিকে একটা রুদ্র আবহসঙ্গীত বাড়তে থাকে ক্রমশ। বড়ো বড়ো প্রাসাদ ধ্ব'সে যাওয়ার আওয়াজ। নাথের মাথার ওপরকার আলোটা নিভে যায়। নাথ আলো খোঁজেন, এদিক-সেদিকে হাতড়াতে থাকেন। চারিদিকে ধ্ব'সে পড়ার প্রচণ্ড শব্দ, ভূমিকম্পের মতো। ধীরে ধীরে

বাকি আলোও নেভে। শুধু একটা স্পট্ লাইট বাকি—নাথ সেখানে গিয়ে পৌঁছন। চারিদিকে ধ্ব'সে পড়ার শব্দ আরো প্রবল হয়। শেষ আলোটাও নিভে আবার জ্ব'লে উঠে নিভে যায়। আর একবার দপ্ ক'রে জ্বলে। নাথ বিকল হয়ে চেয়ারে ব'সে পড়েন। শরীর কুঁকড়ে যায়। চারিদিকে ধ্ব'সে পড়ার শব্দ অসহ্য তীব্র হয়। আস্তে আস্তে পর্দা নামে]

—